



ভারত সরকার



পশ্চিমবঙ্গে সুনিশ্চিত কৃষক কল্যাণ

প্রধানমন্ত্রী কৃষি সন্মান নিধির আওতায় প্রায় ১৩,০০০ কোটি টাকার আয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে ৫৪ লক্ষ কৃষক উপকৃত হয়েছেন

কৃষি পরিকাঠামো তহবিলের মাধ্যমে ২৮০০ কোটিরও বেশি টাকা প্রদান করা হয়েছে, ফলে কৃষিজ পণ্য সংরক্ষণ এবং বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ আরও শক্তিশালী হয়েছে

মৎস্যজীবীদের জীবিকা সহায়তার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার আওতায় ৫৪০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে

কৃষি ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে প্রায় ৫৮০ কোটি টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে, ফলে ৮৮ হাজারেরও বেশি পশুপালক ও মৎস্যচাষি উপকৃত হয়েছেন

পার ড্রপ মোর ক্রপ উদ্যোগের আওতায় ১.২৫ লক্ষ হেক্টর জমিকে মাইক্রো সেচ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

১ কোটিরও বেশি সয়েল হেলথ কার্ড প্রদান করা হয়েছে, ফলে কৃষি উৎপাদনশীলতা উন্নত হয়েছে

প্রায় ৩৮০টি কৃষক উৎপাদক সংগঠনের মাধ্যমে কৃষকদের উন্নত বাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে

কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ২.৩৫ গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে, ফলে সরাসরি ৪০ লক্ষ কৃষক পরিবার উপকৃত হয়েছে

বিকশিত বাংলা
বিকশিত ভারত
প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্কল্প

“ভারত সরকারের অব্যাহত প্রয়াস পশ্চিমবঙ্গের
উন্নয়নের ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করছে এবং রাজ্যের
উন্নত ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহায়তা করছে।

-প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

ব্রিগেডে মিঠুনের মন্তব্যে বিতর্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৪ মার্চ : শনিবার কলকাতার ব্রিগেড মঞ্চ থেকে বিজেপির তারকা প্রচারক মিঠুন চক্রবর্তী ফের বিতর্কিত মন্তব্য করে রাজনীতির আঙ্গিনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছেন। একসময় তৃণমূলের রাজসভার সাংসদ ছিলেন মিঠুন, পরে পদত্যাগ করে ২০২১ সালের আগে যোগ দেন বিজেপিতে। এইবার ব্রিগেডের জনসভায় তিনি সরাসরি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কে হুমকি দেন। মিঠুনের বক্তব্যে তিনি বলেন, হাত ডেঙেছে, পা ডেঙেছে, এবার আরও কিছু ভাঙতে পারো তার জন্য তৈরি থাকবেন। হয়তো চলে গেল আইসিইউতে। আইসিইউ থেকে বক্তৃতা দিচ্ছে, তৃণমূলকে ভোট দিবে। নইলে আমার কী হবে। মঞ্চে এই মন্তব্যের আগে কটাক্ষের সুরে মমতার প্রশংসাও করেন তিনি। রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ও কাজের পরিবেশ নিয়ে সমালোচনা করেন এবং নিজেকে ভারতের ১০ জন রাজনীতিকের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে দাবি করেন। তিনি আরও বলেন, পুলিশকে নিরপেক্ষ হতে বলুন, ৩০ মিনিটের মধ্যে খেলা শেষ করে দেব। বিজেপি ক্ষমতায় এলে সব কষ্ট দূর হবে। গ্যারান্টি দিয়ে বলছি। এই মন্তব্যে রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, জনসভার মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর উপর কি বড় ধরনের হামলার ষড়যন্ত্র হচ্ছে? কিভাবে একজন জনপ্রতিনিধি এমন হুমকি দিতে পারেন? তৃণমূল শিবিরের পক্ষ থেকে এই মন্তব্যকে দায়িত্বহীন ও উসকানিমূলক হিসেবে নিঃশব্দ জানানো হয়েছে। শাসক শিবিরের তরফ থেকে স হুয়াতেনল-এ বলা হয়েছে, আবারও বিজেপি নেতারা প্রকাশ্যে মহিলাদের নিয়ে সন্তা, উসকানিমূলক মন্তব্য করছেন। একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে কুমন্তব্য করছেন। একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছে। দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য। কীভাবে একজন বিজেপি নেতা নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে এমন হুমকি করতে পারেন? এটিই তাদের আল ঢেহারা। মুখে ‘কথা বললেও, প্রকৃতপক্ষে তারা মহিলাদের সম্মান করেন না। বাংলার মানুষ ও মুখ্যমন্ত্রী এমন হুমকি সহ্য করবে না। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, নির্বাচনী প্রেক্ষাপটে এই ধরনের উসকানি এবং হুমকিমূলক মন্তব্য রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে মহিলাদের নেতা হিসেবে মমতার অবস্থান এবং প্রকাশ্য সভার মঞ্চে এমন হুমকি একটি গুরুতর বিষয় হিসেবে দেখা হচ্ছে। শুধু রাজনৈতিক মহল নয়, সামাজিক মিডিয়ায়ও মিঠুনের মন্তব্য নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া এসেছে। অনেকেই বলেছেন, একজন জনসভায় দাঁড়িয়ে এমন হুমকি দেওয়া একেবারেই অগ্রহণযোগ্য এবং ন্যায়সঙ্গত নয়। অপরদিকে, বিজেপি সমর্থকরা মন্তব্যকে নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে দেখছেন। এই ঘটনার পর আগামী দিনে রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়তে পারে, বিশেষ করে নির্বাচনী মরশুমে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক দল এবং সমর্থকরা ইতিমধ্যেই এই মন্তব্যকে নির্বাচনী সহিংসতার একটি প্রাক্কলন হিসেবে দেখছেন। সংক্ষেপে, ব্রিগেডে মিলে চক্রবর্তী কর্তৃক মুখ্যমন্ত্রীকে ‘উসকানিমূলক মন্তব্য’ হিসেবে নির্দোষ প্রমাণ করা হবে কিনা, তা নির্ভর করছে বিজেপি-র দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিক্রিয়ায়।

ব্রিগেডে নরেন্দ্র মোদির তোপ বালাকোট থেকে অনুপ্রবেশ-তৃণমূলকে আক্রমণ, বাংলার আত্মার জন্য ভোটের আহ্বান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৪ মার্চ : শনিবার ব্রিগেড ময়দানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একপ্রকার রাজনৈতিক অগ্নিপরীক্ষায় দাঁড়ালেন। প্রায় কয়েক হাজার সমর্থকের উপস্থিতিতে তিনি তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র তোপ দাগেন, বালাকোট বিমান হামলা থেকে অনুপ্রবেশ পর্যন্ত বিষয় তুলে ধরেন এবং বাংলার মানুষকে ভয়মুক্তির ভোট দিতে আহ্বান জানান। রবি ঠাকুরের কবিতা উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন। এবারের নির্বাচন বাংলার আত্মাকে বাঁচানোর নির্বাচন। মোদির বক্তব্য শুক্র হয় বিশেষ করে মুর্মুর ‘কেন্দ্র করে। তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী রাষ্ট্রপতির সম্মান তৃণমূল সরকার বরদাস্ত করতে পারেনি। এই সরকার শুধু ধ্রুপদী মুর্মুকে অপমান করেনি, তারা আদিবাসী সমাজকেও অপমান করেছে। সংবিধানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে। অরাজকতা সৃষ্টি পরেছে এই সরকার, বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে মহিলারা নিরাপদ থাকবেন। এটিই মোদির গ্যারান্টি। তৃণমূলের গুস্তারাজ থাকবে না। কেউ বাঁচতে পারবে না। এরা সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থন দেয়। অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দেয়। আজ মায়েরা কাঁদছে, বাঙালিরা বাংলার মাটি ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। বাংলার রুটি, মাটি, বেটি-

জুড়ত বিপন্ন, মোদি বলেন। মোদির বক্তব্যে উঠে আসে অনুপ্রবেশের প্রসঙ্গ। তিনি অভিযোগ করেন, জনবিন্যাস পালটে গিয়েছে। বাঙালি হিন্দু সংখ্যালঘু করার চেষ্টা চলছে। ভোটব্যক্তি রাজনীতির জন্য তৃণমূল এটা করছে। এটা দেখার মতোই-এসআইআরের বিরোধিতা করছে। মোদি বলেন, বাংলার মানুষ অতীত

হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় প্রকল্পের উদাহরণও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কর্মসংস্থানের জন্য আমরা বিশ্বকর্মা প্রকল্প শুরু করেছি। বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার প্রকল্প চালু করেছি। পিএম আবাস যোজনার মাধ্যমে গরিবদের বাড়ি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তৃণমূল সরকার সবকিছু আটকে দিচ্ছে। চা শ্রমিকদের সুবিধা

অবস্থা ও কর্মসংস্থানের অভাবকেও তুলে ধরা হয়। তিনি বলেন, বাংলার তরুণরা প্রতিভায় সবার আগে। কিন্তু চাকরি নেই। কাজের জন্য অন্য রাজ্যে যেতে হচ্ছে। প্রথমে কংগ্রেস, তারপর কমিউনিস্ট, তারপর তৃণমূল-সব লুটেপুটে খেয়েছে। কারখানা বন্ধ, চাকরি বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। নিয়োগ দুর্নীতি চলছে। কিন্তু আপনারা

দেখুন। কেউ চাইলে দেখুক বাংলার মানুষ কী চাইছে। ব্রিগেড সাক্ষী-এই ময়দান মানুষের কণ্ঠ হয়ে ওঠে। এখন থেকেই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল দেশ। আজ এখন থেকেই নতুন বিপ্লবের সুর বাজবে। নির্দল সরকারের সমাপ্তি হবে। মহা জঙ্গলরাজের শেষ হবে। সভায় প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশন যখন স্বচ্ছ নির্বাচন করতে চায়, এই সরকার বাধা দেয়। ব্রিজ বন্ধ করা, পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা-কিছুই জনশ্রোতকে আটকাতে পারে না। বাংলায় আইনের শাসন ফিরে আসবে। বেছে বেছে হিসাব নেওয়া হবে। মোদির বক্তৃতা পুরোপুরি রাজনৈতিক, সামাজিক ও নিরাপত্তা-বিষয়ক সমন্বয় বহন করে। তিনি তৃণমূলের উপর তীব্র আক্রমণ চালিয়েছেন, পাশাপাশি বাংলা ও ভারতের সাংবিধানিক মূল্যবোধ রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেছেন। সমাবেশে উপস্থিত মানুষদের উদ্দেশ্যে তিনি ব্যবহার আহ্বান জানান, ভয়মুক্ত হন, ভোটারে মাধ্যমে বাংলার আত্মাকে বাঁচান। মোদির বক্তব্য পুরোপুরি নির্বাচনী প্রেক্ষাপটে, পাশাপাশি সমাজ ও নিরাপত্তার বিষয়ে তৃণমূলকে তীব্র নিদার আঙ্গিকে দাঁড় করায়। এই মঞ্চ থেকে তিনি বাংলার মানুষকে নতুন এক রাজনৈতিক অভিযানে আহ্বান জানিয়েছেন-ভয়মুক্ত, সচেতন এবং শক্তিশালী ভোটারে মাধ্যমে রাজ্যের ভবিষ্যত নির্ধারণের।

মোদির সভার আগেই উত্তপ্ত কলকাতা মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতে হামলা-ভাঙচুরের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৪ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র ব্রিগেড সভাকে ঘিরে শনিবার সকাল থেকেই রাজনৈতিক উত্তেজনায়ে তেজে উত্তাপ কলকাতা। সভা শুরুর আগেই মধ্য কলকাতার গিরিশ পার্ক এলাকায় রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার-র বাড়ির সামনে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ ঘিরে তীব্র অশান্তি ছড়ায়। এই ঘটনায় মন্ত্রী নিজেও সামান্য আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি দুই পক্ষের সংঘর্ষে একাধিক ব্যক্তি জখম হন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপি সভাপতি তমোয় যোয় এবং বউবাজার থানার ওসিও পুলিশ সুত্রে খবর, শনিবার শহরের ঐতিহাসিক ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড-এ প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় যোগ দিতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে বহু বিজেপি কর্মী-সমর্থক বাসে করে কলকাতায় আসছিলেন। সেই সময় গিরিশ পার্ক এলাকায় ঘটে যায় এই উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা। অভিযোগ, গিরিশ পার্কে সেন্ট্রাল আর্কিটেকচারের কাছে অবস্থিত মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়ির সামনে ‘বিজেপি’ লেখা একটি ব্যানার টাঙানো ছিল। ব্রিগেডে সভায় যোগ দিতে আসা বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের একগুচ্ছ সেই ব্যানার ছিঁড়ে ফেলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে

ওঠে। মন্ত্রী শশী পাঁজার অভিযোগ, বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরাই প্রথমে তাঁর বাড়ির সামনে এসে অশান্তি সৃষ্টি করেন। তিনি দাবি করেন, ওই সময় তিনি বাড়ির ভিতরেই ছিলেন।



হাটাই বাইরে থেকে চিৎকার, স্লোগান এবং ভাঙচুরের শব্দ শুনতে পান। মন্ত্রী অভিযোগ করে বলেন, বহিরাগতদের নিয়ে বিজেপি ব্রিগেডে সভা করছে। আর সেই বহিরাগতরাই বাস থেকে নেমে তাঁর বাড়ির সামনে লাগানো পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড ছিঁড়ে ফেলে পালিয়ে যায়। তাঁর কথায়, সাহস থাকলে সামনে এসে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতাম। কিন্তু পাপুরের মতো বাড়ির সামনে ভাঙচুর চালানো হচ্ছে। শশী পাঁজা আরও দাবি করেন,

হামলাকারীরা তাঁর বাড়ির দিকে ইউ ছুঁড়তে শুরু করে। তাতে বাড়ির জানলার কাচ ভেঙে চূরমার হয়ে যায়। সেই সময় ছুঁড়ে দেওয়া একটি ইউ তাঁর গায়েও লাগে বলে

সূত্রে দাবি করা হয়েছে, সেন্ট্রাল আর্কিটেকচারের কাছে মন্ত্রীর বাড়ির সামনে ‘বিজেপি’ পোস্টার ছেঁড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কর্মীরা বিজেপি কর্মীদের হানকরাী বাস ঘামিয়ে দেন। এরপরই দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল কর্মীরাই তাঁদের উপর হামলা চালায় এবং পরিস্থিতি দ্রুত সংঘর্ষে পরিণত হয়। দুই পক্ষের মধ্যে ধুস্কুমার মারামারি শুরু হয় বলে জানা যায়। এই সংঘর্ষের মাঝে পড়ে গুরুতর আহত হন উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপি সভাপতি তমোয় যোয়। তাঁর মাথায় চোট লাগে এবং রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত আরও কয়েকজন কর্মী-সমর্থকও জখম হন। অশান্তির খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় কলকাতা পুলিশের-এর বিশাল বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বউবাজার থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে যায়। দুই পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করতে গিয়ে বউবাজার থানার ওসিও আহত হন বলে পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ লাঠিচার্জ ও কান নজরদারির মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। ধীরে ধীরে এলাকায় শান্তি ফেরানো হয়। তবে ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

রবিবার বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৪ মার্চ : রবিবার, ১৫ মার্চ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু। হাওড়া সিটি পুলিশের নির্দেশে সেতুটি ভোর সাড়ে ৫টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত সব ধরনের যানবাহনের জন্য বন্ধ রাখা হবে। বন্ধের কারণ মেরামতের কাজ, যার মধ্যে রয়েছে সেতুর বিয়ারিং, কেবল এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশের সংস্থান। আজ শনিবারও, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এর ব্রিগেড জনসভার কারণে সেতুতে বিশেষ যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। ভোর সাড়ে ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত কোনও পণ্যবাহী যানবাহি কলকাতার দিকে দ্বিতীয় হুগলি সেতু দিয়ে দ্রুততে পারেনি। রবিবারও সেই মতো সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। কলকাতা ও হাওড়া পুলিশের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, এই সময়কালীন যানবাহন চলাচলের জন্য বিকল্প পথ নির্ধারণ করা হয়েছে। হাওড়া-কলকাতা বা কলকাতা-হাওড়া যাত্রীদের জন্য বনগার সেতু বা কালীঘাট সেতুর মতো অন্যান্য সেতু ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, স্থানীয় রাস্তাগুলোতে পুলিশের তত্ত্বাবধানে চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। পুলিশ নামগের অযথা যানবাহন নিয়ে সেতুর দিকে ভিড় না করার জন্য। মেরামত কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরই সেতুটি পুনরায় খুলে দেওয়া হবে।

নন্দীগ্রাম গণহত্যার ১৯ বছর শহিদদের স্মরণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি



নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৪ মার্চ : ১৪ মার্চ। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন। আজ নন্দীগ্রাম দিবস। ২০০৭ সালের এই দিনেই পূর্ব মেদিনীপুরের গণ্ডারগঞ্জগুজুড-এ ঘটে গিয়েছিল এক মর্মান্তিক ঘটনা, যা পরবর্তীকালে রাজ্যের রাজনীতির গতিপথ বদলে দেয়। সেই ঘটনার ১৯ বছর পূর্তিতে শহিদদের স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানানেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সকালে সামাজিক মাধ্যমে একটি ভারতীয় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, নন্দীগ্রাম দিবসে নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর ও নেতাই-সহ সমগ্র বিশ্বের সকল শহিদের প্রতি জানাই বিনশ্র শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং অন্তরের গভীর প্রণতি। তাঁর এই বার্তা ঘিরে আবারও সামনে উঠে এসেছে সেই সময়ের আন্দোলন, রক্তপাত এবং তার রাজনৈতিক অভিযাতের স্মৃতি। ২০০৭ সালের ১৪ মার্চ নন্দীগ্রাম-এ ঘটে যাওয়া ঘটনা আজও পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে গভীর দাগ কেটে রয়েছে। সেই সময় রাজ্যে ক্ষমতায় ছিলকমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ায় নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার। অভিযোগ ওঠে, নন্দীগ্রামে শিল্প প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে গ্রামবাসীরা আন্দোলনে নামেন। গ্রামবাসীদের একাংশ জমি ছাড়তে অস্বীকার করেন এবং আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি নামে একটি সংগঠন। তাদের দাবি ছিল, কৃষিজমি কোনওভাবেই শিল্পের জন্য অধিগ্রহণ করা যাবে না। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ২০০৭ সালের ১৪ মার্চ এলাকায় পুলিশি অভিযান চালানো হয়। অভিযোগ, ওই অভিযানের সময় পুলিশের গুলিতে অন্তত ১৪ জন গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়। বহু মানুষ আহত হন। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে তীব্র রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই ঘটনাকে অনেকেই ‘গণহত্যা’ বলে উল্লেখ করেন। যদিও সে সময় সরকার ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভিন্ন দাবি করা হয়েছিল। কিন্তু ঘটনাটি রাজ্য রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি করে। সেই সময় বিরোধী নেত্রী ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নন্দীগ্রামের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি রাজ্যজুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন। নন্দীগ্রাম এবং সিঙ্গুর-এর জমি আন্দোলন তৃণমূল স্তরে পৌঁছে যায় এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের ফলে তৎকালীন বিরোধী দল অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস-এর জনসমর্থন ক্রমশ বাড়তে থাকে। অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মতে, নন্দীগ্রাম এবং সিঙ্গুর আন্দোলনই পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে ওঠে। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে অবশেষে ৬৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসনের অবসান ঘটে। ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই রাজনৈতিক পরিবর্তনের পেছনে নন্দীগ্রামের ঘটনাকে একটি বড় মোড় হিসেবে দেখা হয়। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ১৪ মার্চ দিনটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পালন করে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রতি বছর এই দিন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নন্দীগ্রাম দিবস পালন করা হয়। শহিদদের স্মরণে সভা, মিছিল এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হল না। সামাজিক মাধ্যমে বার্তা দিয়ে শহিদদের স্মরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে সিঙ্গুর এবং নেতাইয়ের ঘটনায় নিহতদের প্রতিও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তিনি। গত প্রায় দুই দশকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বড় পরিবর্তন ঘটেছে। যে সময় নন্দীগ্রামের ঘটনা ঘটেছিল, তখন রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল বামফ্রন্ট। আর তৃণমূল ছিল প্রধান বিরোধী শক্তি। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এখন রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে তৃণমূল। অন্যদিকে একসময়ের প্রভাবশালী বামফ্রন্ট রাজনীতিতে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। বিধানসভায় তাদের প্রতিনিধিত্বও নেই। অন্যদিকে সেই সময় তুলনামূলকভাবে দুর্বল থাকা বিজেপি এখন রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে উঠে এসেছে। রাজনীতির এই পরিবর্তনের মধ্যেই নন্দীগ্রাম দিবসকে ঘিরেও তৈরি হয়েছে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ। এক সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন এবং বর্তমানে তিনি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে নন্দীগ্রাম দিবসকে কেন্দ্র করে আলাদা আলাদা কর্মসূচি দেখা যায় বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরে।

হরিরহরপাড়ার নাবালিকা ধর্ষণ-খুন মামলা পুলিশের তদন্তে অসন্তোষ, সিট গঠনের নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৪ মার্চ : হরিরহরপাড়ার নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সিট গঠন হাই কোর্টের হরিরহরপাড়া নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার তদন্তে সিট গঠনের নির্দেশ কলকাতা হাই কোর্টের। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের নির্দেশে আইপিএস অফিসার প্রণব কুমারের নেতৃত্বে পাঁচজন আধিকারিককে নিয়ে বিশেষ তদন্ত দল গঠন করা হয়েছে। বিশেষ তদন্তকারী দল রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে হবে। হরিরহরপাড়ার চোদ্দ বছরের নাবালিকা আচমকা নিশেপা ছুঁয়ে যায়। পরিবারের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয়। পরদিন বাড়ির আদুরে দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবি, দেহ উদ্ধারের সময় একাধিক জায়গায় ক্ষত তৈরি হয়। মৌনান্দে রত ঢুকিয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। মৃতের চোখ উপড়ে দেওয়া হয় বলেও জানান পরিবারের লোকজন। প্রথমবার ময়নাতদন্ত রিপোর্টে নৃশাস্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়নি বলেও অভিযোগ। পরিবারের দাবি, পুলিশ নাবালিকা ধর্ষণ-খুন মামলায় পক্ষের ধারা যুক্ত করেনি। পুলিশের জমা দেওয়া চার্জশিটেও বিস্তৃত ত্রুটি রয়েছে বলে অভিযোগ। পুলিশ তদন্তে আস্থা হারিয়ে বহরমপুর বিশেষ আদালতে আবেদন করে। সিবিআই বা সিআইডি তদন্তের দাবি করা হয়। তবে আদালত সে দাবি খারিজ করে দেয়। এরপর হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় নাবালিকার পরিবার। আদালতের নির্দেশে অনুযায়ী দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত হয়। সেই রিপোর্টে একাধিক ত্রুটি দূর পড়ে। দীর্ঘ শুনানির পর বিচারপতি আদালতের সিট গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দেয়। হাই কোর্টের তরফে জানানো হয়, তদন্তে কোনও রাজনৈতিক প্রভাব যেন না পড়ে। তাতে সাধারণ মানুষের বিচারব্যবস্থার উপর থেকে আস্থা হারিয়ে যেতে পারে। হাই কোর্টের নির্দেশে আশার আলো দেখছেন নির্যাতিতার পরিবারের লোকজন।



তৈলাক্ত অশনি, তেলের মূল্যবৃদ্ধি বিশ্ব অর্থনীতিকে ভেঙে দিতে পারে

তেহরান, ১৪ মার্চ : ইরানে চলমান যুদ্ধে বিশ্ববাজারের অপরিশোধিত তেলের দাম বিপদসংকেত দিতে শুরু করেছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই অস্বস্তিকাজে বাজারে বায়েলেল প্রতি অপরিশোধিত তেলের দাম ছিল প্রায় ৬১ ডলার। মাত্র ১২ দিনে দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১০ ডলার, যা অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের উদ্দিগ্ন করেছে। ইরান বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যদি যুদ্ধ দ্রুতত থাকে, তাহলে অপরিশোধিত তেলের দাম বায়েরেল প্রতি ২০০ ডলারে পৌঁছতে পারে, যা বিশ্ব অর্থনীতির ওপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করবে। বিশ্বের অপরিশোধিত তেলের ২০ শতাংশ সরবরাহ হয় ক্ষতগ্রস্ত গঞ্জগুজস্ত-এর মাধ্যমে। হরহুজ প্রণালীর উপর নির্ভরশীল দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে চীন, ভারত, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও অন্যান্য এশিয়ার দেশ। এ প্রণালীর

মাধ্যমে কাতার ও কুয়েত থেকে প্রাকৃতিক গ্যাসও বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত গ্যাস সরবরাহের সিংহভাগও হরহুজের উপর নির্ভরশীল। রাশিয়ার তেলের উপর নির্ভর করে পরিস্থিতি সামলানো সম্ভব নয়। কারণ ইরান যে পরিমাণ তেল বিশ্ববাজারে সরবরাহ করতে পারে, তার অর্ধেকও রাশিয়া দিতে পারবে না। তাছাড়া হরহুজ প্রণালীর অবরোধের ফলে সরবরাহ চ্যালেজ তো পুরোপুরি বাধাগ্রস্ত হয়ে যাবে। ইরানের সর্বোচ্চ নেতার মৃত্যু ও তার পুত্র মোজতাবা খামেনেইয়ের নতুন নেতৃত্ব গ্রহণের পর, হরহুজ প্রণালী খোলার সম্ভাবনা নেই। এই পরিস্থিতিতে ভারতের পক্ষ থেকে জানানো হয়, হরহুজ প্রণালীতে ভারতীয় তেল ও গ্যাস বহনকারী জাহাজগুলিকে ‘পাসেজ’ দেওয়া হবে। কিন্তু ইরান তা অস্বীকার করেছে। হরহুজ প্রণালী বন্ধ হওয়ার

পর ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর সক্রিয় হন। বিদেশমন্ত্রী তিনবার ফোন করেন ইরানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে। পরে প্রধানমন্ত্রী মোদি ইরানের প্রেসিডেন্ট কে ফোন করেন। আলোচনা মূলত ভারতীয় জাহাজগুলির সুরক্ষা ও নিরাপদ চলাচলের বিষয়ক ছিল। যদিও এই যোগাযোগ হয়েছে, কিন্তু হরহুজ প্রণালী নিয়ন্ত্রণ ইরানের হাতে। ২১ কিলোমিটার চওড়া এই প্রণালীকে বন্ধ রেখে ইরান বিশ্ববাজারকে তেলের ওপর নির্ভরশীল করে রাখার ক্ষমতা রাখে। বিশ্ববাজারে মূল্যবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রভাব-যদি কয়েক দিনের মধ্যেই অপরিশোধিত তেলের দাম বায়েরেল প্রতি ২০০ ডলারে পৌঁছায়, তাহলে যুদ্ধ চালিয়ে

যাওয়া আমেরিকা এবং ইজরায়েলের জন্যও অসম্ভব হয়ে যায়। কারণ তেলের মূল্যবৃদ্ধি শুধু জ্বালানির ক্ষেত্রেই প্রভাব ফেলবে না এর প্রভাব পড়বে অন্যান্য পণ্যের মূল্যে, পরিবহন খরচ এবং উৎপাদন খরচে। বিশ্লেষকদের মতে, এই পরিস্থিতি উন্নত দেশ গুলো র অর্থনীতিতেও চাপ সৃষ্টি করবে। মূল্যবৃদ্ধি, জ্বালানির সংকট এবং সরবরাহ জটিলতার কারণে বিশ্ব অর্থনীতি ভেঙে পড়ার উপক্রম হতে পারে। উন্নত অর্থনীতি যেমন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোও এই চাপ সহ্য করতে পারবে না। ইরানের প্রেসিডেন্ট বিশ্বকে তিনটি শর্তে যুদ্ধ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু বিশ্ব সম্প্রদায় সক্রিয় না হলে, তেলের মূল্যবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক সংকট আরও বাড়বে।

বাজার বিশ্লেষকরা মনে করছেন, আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ব্যতীত এই সংকট সামলানো অসম্ভব। অবস্থা এমন যে, শুধুমাত্র মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা নয়, তেলের সরবরাহ ব্যাঘাত এবং হরহুজ প্রণালী অবরোধই বিশ্বের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা হুমকির মুখে ফেলেছে। ইরানের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক যোগাযোগ, সেক পাসেজের উদ্যোগ বা সম্ভাব্য সামরিক ও কূটনৈতিক পদক্ষেপ-সবই সাময়িক সমাধান। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তেলের দাম ও অর্থনৈতিক চাপ আরও বাড়বে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা সতর্ক করেছেন, এ ধরনের পরিস্থিতি শুধু তেলের বাজারকে নয়, বিশ্ব বাণিজ্য, কৃষি, উৎপাদন এবং সরবরাহ চেনৈনিকও প্রভাবিত করবে। মূল্যস্ফীতি, ঋণ ও জ্বালানি সংকটের ঝুঁকি বিশ্বব্যাপী বাড়বে।

ইরানের যুদ্ধ ও হরহুজ প্রণালীর সংকট বিশ্ব অর্থনীতির জন্য ‘অশনি’ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধি, সরবরাহ ব্যাঘাত এবং জ্বালানি সংকট মিলিত হলে অর্থনীতি ভেঙে পড়ার শঙ্কা রয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তারতাত, কূটনৈতিক উদ্যোগ ও বাজার নিয়ন্ত্রণ না হলে, কয়েক দিনের মধ্যেই তেলের দাম বায়েরেল প্রতি ২০০ ডলারে পৌঁছাতে পারে। বিশ্ব অর্থনীতির স্থিতিশীলতা এখন ঝুঁকির মধ্যে। এই পরিস্থিতি শুধু তেলের বাজারের জন্য নয়, গ্লোবাল ফাইন্যান্স, শিল্প, কৃষি, পরিবহন এবং সাধারণ মানুষের জীবিকায়ও বড় প্রভাব ফেলবে। তাই এখন বিশ্ব নেতাদের কাছে সময় এসেছে সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়ার, না হলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় অচিরেই অনিবার্য।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১০৩ সংখ্যা, রবিবার, ৩০ ফানন, ১৪৩২

আড্ডাবাজীতে অভিনেতারা

উত্তমকুমার, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়ের মতো আড্ডাবাজরা আজ স্মৃতি। অন্যতম আড্ডাধারী ছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। স্মৃতির পাতা উল্টে দেখলেন ভানুপুর গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, আমার বাবা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানুষ তাঁদের প্রিয় অভিনেতা হিসেবে চেনেন। ভালবাসেন। বাবাকে ঘিরে কত কথাই তো মনে পড়ে। সব সময়েই। বাবার সঙ্গে স্মৃতিতে জড়িয়ে থাকা মানুষ, বাবার সঙ্গে জুড়ে থাকা জায়গাগুলোর কথাও মনে হয় খুব। বাবার বন্ধুরা; যাঁদের জ্যাঠা-কাকা বলে এসেছি বরাবর; ক’জন আর আছেন এখন। বাবার প্রিয় থিয়েটারপাড়া নেই। বাবার ছবি আসত যে সব সিনেমা হল–এ, সেগুলো আদ্বকই নেই। বাবার প্রিয় আড্ডার জায়গা যে বসুশ্রী, সেও তো ধুকছে! অথচ এই বসুশ্রী এক দিন বাবার এবং সেই সূত্রে আমাদেরও, দ্বিতীয় ঘরবাড়ির মতো ছিল। শুধু আমরাই বা কেন! বাবা সিনেমার স্বর্ণযুগের কত ঘটনার মঞ্চ যে বসুশ্রী, তার ঠিক নেই। বাবার কথা, আড্ডাধারী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা, বাবো সিনেমার আড্ডা আর জলসার কথা; বসুশ্রীকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। এই অবসরে সেই সব স্মৃতির কিছুটা বরং ভাগ করে নিই। বসুশ্রীর আড্ডায় বাবাকে নিয়ে গিয়েছিলেন আর এক বিখ্যাত অভিনেতা অজিত চট্টোপাধ্যায়। সেটা ১৯৫৪ সাল। তার আগেও বাবার যাওয়াত ছিল, কিন্তু ওই সময় থেকে বাবা ওখানকার আড্ডার একেবারে নিরামিত সদস্য হয়ে উঠলেন। বসুশ্রীর আড্ডা তখন কলকাতার সিনেমা আর গানের আড্ডাগুলোর অন্যতম গীঠস্থান। আরও নানা রকম আড্ডাও জমত। রাজনীতি-ব্যবসা-বাণিজ্য বাদ ছিল না কিছুই। বসুশ্রীর কণ্ঠধার মটুবাবু (বসু) তখন ইস্টবেঙ্গলের সেক্রেটারি। খেলার আড্ডাও হত খুব। ইস্টবেঙ্গলের আমেদ খান বসুশ্রীর তিন তলাতেই থাকতেন। সকাল-বিকেল নিত্যদিন জমজমাট। ওখানে এক সঙ্গে অনেককে পাওয়া যাবে এবং বাকিদের মটুবাবু ব্যবস্থা করে দেবেন বলে স্বঃ ফাংশন-করিয়েরাও ভিড় জমাতে বসুশ্রীতে। বারীন রণ, অভয় বিশ্বাসদের ঘাটি ছিল ওটা। কারা বসুশ্রীর আড্ডার মধ্যমণি? অজিত চট্টোপাধ্যায়, বাবা তো ছিলেনই। এ ছাড়া সুশীল মজুমদার, অসিতবরণ, বিকাশ রায়দের আনাগোনা লেগেই থাকত। মুম্বই থেকে কলকাতায় এলেই ঘুরে যেতেন বিলা রায়, হরীকেশ মুখোপাধ্যায়, দুলাল গুহ (যাঁর ‘দো আঞ্জলেন’র গুটিং বসুশ্রীতে হয়)। এ দিকে অনিল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন নিয়মিত আড্ডাধারী। মাঝে মাঝে ছবি বিশাশ, উত্তমকুমার। উত্তমকাকার ছোটবেলার বন্ধুরা প্রায় সবাই বসুশ্রীতে আড্ডা মারতেন। ফলে উনি মাঝে মাঝে বাড়ি ফেরার পথে ওখানে এসে দেখা করে নেতেন। মেগারোনের কালক খোষ আসতেন। আর ছিলেন শ্যামল মিত্র। মটুবাবুর অভিন্নহৃদয় বন্ধু। শ্যামল মিত্র যখন ছবির প্রযোজনায় নামনেন; ‘দোয়ানো’, ‘রাজকল্যাণ’; এ সবার পরিচালনাই হয়েছে বসুশ্রীতে বসে। আমার মনে আছে, সিনেমা দেখে বসিয়ে বাবার জন্য অপেক্ষা করছি। বাবার গল্পগাছা শেষ হলে বাবার সরে বাড়ি ফিরে। তার মধ্যেই গুনছি, ‘দোয়ানো’ ছবির কথাবার্তা হচ্ছে। নায়িকা হিসেবে উত্তমকাকার প্রথমে পছন্দ ছিলেন ঐষ্বর্যসীমালা। কিন্তু তার টেটে পাওয়া গেল না। তখন নতুনের কথা ভাবা হল। সেখানেও ডেট সমস্যা। ফলে শেষ পর্যন্ত এলেন নতুনের বোন তানুজা। এ সব কথা আমি জানলাম কী করে? বসুশ্রীর আড্ডার রেশ যেটুকু ওই বয়সে কানে এসেছিল, তা থেকেই! ডিরেক্টর সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় স্ক্রিপ্ট লিখতেন ওখানে বসেই! ‘অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি’ও ওখানে লিখেছেন!

ভারত সাম্রজ্ঞী ভিক্টোরিয়া

ভারতের রানী ভিক্টোরিয়া, যার নামে বগুড়া ভি এম স্কুল (বর্তমানে বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়)। তাঁর নামে ভারতে মূলত ব্রিটিশ আমলের স্থাপত্য, স্থান ও স্মারক রয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল (স্মৃতিসৌধ), এছাড়াও ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস (বর্তমানে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস, মুম্বাই) এবং ১৮৭৭ সালে তাকে ‘কাইজার-ই-হিন্দ’ বা ‘ভারত সম্রাজ্ঞী’ উপাধি দেওয়া হয়। রানি ভিক্টোরিয়া জন্মানাম আলেকজান্দ্রিনা ভিক্টোরিয়া; ২৪ মে ১৮১৯–২২ জানুয়ারি ১৯০১) যুক্তরাজ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রানি ছিলেন। তিনি অভিযুক্ত হন ২০ জুন ১৮৩৭ সালে। তিনি ১ মে ১৮৭৬ সালে ভারত সম্রাজ্ঞী উপাধি ধারণ করেন। জন্ম ও বেড়ে ওঠা ১৮১৯ সালের ২৪ মে লন্ডনের কেনসিংটন প্রাসাদে তার জন্ম হয়। পুরো নাম আলেকজান্দ্রিনা ভিক্টোরিয়া, মা ডাকতেন প্রিন্স বেলো। তিনি ছিলেন ডিউক অব কেন্ট এডওয়ার্ডের একমাত্র সন্তান। এই এডওয়ার্ড ছিলেন রাজা তৃতীয় জর্জের চতুর্থ পুত্র। ১৮২০ সালে ভিক্টোরিয়ার বয়স যখন একবছরও পূর্ণ হয়নি তখন বাবা এডওয়ার্ড মারা যান। এরপর মা একাই তাকে বড় করে তোলেন। ভিক্টোরিয়া কখনো স্কুলে যাননি। তার জন্য একজন জার্মান গৃহশিক্ষিকা রাখা হয়েছিল। ছোট থেকেই জার্মান এবং ইংরেজি দু’ভাষাতেই পারদর্শী হয়ে ওঠেন তিনি। ভিক্টোরিয়াকে কখনোই একা থাকতে হয়নি। কিন্তু তবু তিনি ছিলেন একা, সময়সীা কারো সাথে মেশার সুযোগ তার কখনো হয়নি। প্রাসাদে কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে বেড়ে ওঠা রানির একান্ত সময় বলে কিছু ছিল না। রাজকর্মকর্তা জন কনারি ভিক্টোরিয়ার শৈশবকে দুর্বিসহ করে তুলেছিলেন। রানির মুকুট মাথায় দেওয়ার পর ভিক্টোরিয়ার প্রথম নির্দেশ ছিল এক ঘন্টা একা থাকতে দাও। মা’কে দুদুের একটি কক্ষে থাকার ব্যবস্থা করেন আর জন কনারিকে নির্দিষ্ট করেন। বিবাহ ৪ ভিক্টোরিয়ার ১৭তম জন্মদিনে জার্মনি থেকে তার আত্মীয়রা বেড়াতে আসে। তাদের মধ্য ছিলেন তার মাসভৃত্যে ও মামাতো ডাউ-বোমেরো। এদের মধ্যে অ্যালবার্টকে খুব পছন্দ করেছিলেন ভিক্টোরিয়া। এই অ্যালবার্টকে রানি হওয়ার পর ভিক্টোরিয়া বিবাহ করেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে প্রথা ভেঙে রানিই তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, মাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। ভক্তি করতে হবে। মায়ের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথকে প্রস্তুত

বিবেকানন্দ দর্শন



এবিবেকানন্দ বলতেন, মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে করতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সামনে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে

বাংলা চলচ্চিত্রে বসন্ত চৌধুরীর অভিনয় দক্ষতা

তৎকালীন সব চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মুগ্ধ করেছিল

কৌশিক দাস
এই প্রজন্ম মনে রাখল কই বসন্ত চৌধুরীকে। কিংবদন্তি বাঙালি অভিনেতা বসন্ত চৌধুরী (১৯২৮-২০০০) মূলত তাঁর অভিজাত্যপূর্ণ অভিনয় এবং ধীরস্থির ব্যক্তিত্বের জন্য পরিচিত হলেও, তাঁর জীবনের অনেক অজানা তথ্য রয়েছে। হাওড়ার আন্দুলের জমিদার দত্তচৌধুরী বংশের সন্তান হয়েও তিনি নাগপুরে



জন্মগ্রহণ করেনউ ১৯৫২ সালে ‘মহাপ্রস্থানের পথে’ ছবির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করা এই অভিনেতা অভিনয়ের পাশাপাশি বিরল মুদ্রা ও কাম্বীরি শাল সংগ্রহের শোখিন ছিলেন এবং কলকাতার শেরিফ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে ছিলেন। জীবন হিসেবের সম্পূর্ণ দৃষ্টি ভিন্ন সরণিগত হেঁটে গিয়েছেন দু’টি ভিন্ন সাফল্যের লক্ষ্যেউ তাঁর দেহিক সৌন্দর্য, কণ্ঠমাধুর্য আর পৌরষ নিয়ে এক অনন্য অভিনেতার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিলেন আজীবনউ অভিনেতা, সংগ্রাহক, প্রাচীন ইতিহাসপ্রেমী বসন্ত চৌধুরী।

তেরো বছর বয়সে বাবা সিদ্ধিশচন্দ্র চৌধুরীকে হারিয়েছেন তিনি। মা কমলা ও ভাই প্রশান্তকে নিয়ে পিতৃবিয়োগের পর নিজের ভবিষ্য জীবন কেমন হবে, তা নিয়ে ভাসা ভাসা কিছু স্বাধীন ভাবনা ভিড় করত মনে। তাই বেরিয়ে পড়েছিলেন নিজের স্বপ্নকে সত্যি করা যায় কি না বাজিয়ে দেখতে। কলকাতা শহরের কাউকেই তিনি তেমন নজরতেন না। যদিও কলকাতার অনুরে আন্দুল থামসনকে ছিল তাঁদের ‘জমিদার বংশের’ ভিটে বাড়ি। একডাকে সেই পরিবারকে চেনে সারা বাংলা।

রামশরণ দত্তর বংশধর ঈশানচন্দ্রের পুত্র অপূর্বকৃষ্ণ দত্তচৌধুরী ‘পদবি ব্যবহার করতেন না। তিনি আন্দুলের পৈতৃক ভিটে ছেড়ে নাগপুরে বসবাস করতে শুরু করেন ১৮৮৬ সাল থেকে। সেখানে তিনি

সংসদীয় গণতন্ত্রকে সামনে রেখে কি একনায়কতন্ত্র জাগছে?

অনীক নন্দর
সাংবিধানিক পদাধিকারীদের নিরাপেক্ষতা কি সংকটে? গণতন্ত্রে নতুন বিতর্কের ইঙ্গিত। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল ভিত্তি হল প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি মানুষের আস্থা। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কিছু পদ এমন আছে যেগুলিকে সাংবিধানিক পদ বলে বিবেচনা করা হয়। রাষ্ট্রপতি, গভর্নর, নির্বাচন কমিশনার, বিচারপতি কিংবা সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীরা সাধারণত রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার উর্ধ্বে অবস্থান করবেন;এটাই গণতন্ত্রের মূল প্রত্যঙ্গ। তাদের ভূমিকা হওয়া উচিত নিরাপেক্ষ, সংঘাত এবং সংবিধানের সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন গণতন্ত্রে এক নতুন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যে সাংবিধানিক পদাধি কারীরা সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে দলীয় রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছেন। কখনও তারা নিজেরাই মন্তব্য করছেন, কখনও আবার রাজনৈতিক দলগুলির দ্বদ্ব তাদের ঘিরে তৈরি হচ্ছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই পদগুলির নিরাপেক্ষতা কি ক্রমশ সংকটের মুখে পড়ছে? গণতন্ত্রে সাংবিধানিক পদাধি কারীদের ভূমিকা মূলত একটি ভরসার রক্ষাকারী শক্তি হিসেবে কল্পনা করা হয়। নির্বাচিত সরকার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়, সংসদ আইন প্রণয়ন করে, কিন্তু সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত কিছু প্রতিষ্ঠান সেই প্রক্রিয়াকে সঠিক পথে রাখার দায়িত্ব পালন করে। এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শক্তি হল বিশ্বাসযোগ্যতা। নাগরিকরা যদি

মনে করেন যে এই প্রতিষ্ঠানগুলি কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষ পাদুদস্ত, তবে সেই বিশ্বাসযোগ্যতা দ্রুত ক্ষয় হতে শুরু করে। আর বিশ্বাসযোগ্যতা একবার হারিয়ে গেলে তা পুনরুদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন। এই সমস্যার পেছনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রভাছে। প্রথমত, আধুনিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা আগের তুলনায় অনেক বেশি তীব্র হয়ে উঠেছে। নির্বাচন এখন শুধু ক্ষমতার প্রশ্ন নয়, বরং রাজনৈতিক অস্তিত্বের প্রশ্নে পরিণত হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে।

সংবিধান অনুযায়ী সেই পদে বসার পর তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে নিরপেক্ষ হওয়া উচিত, কিন্তু মানসে সেই সন্দেহ সহজে দূর হয় না। ফলে যে কোনও সিদ্ধান্ত বা মন্তব্য রাজনৈতিক চশমা দিয়ে দেখা হয়। এই প্রবণতার দীর্ঘ মেয়াদি প্রভাব অত্যন্ত গুরুতর হতে পারে।

গণতন্ত্রের শক্তি মূলত প্রতিষ্ঠান গুলির উপর নির্ভর করে। যদি নাগরিকদের মনে এই ধারণা জন্ম নেয় যে প্রতিষ্ঠানগুলি আর নিরপেক্ষ নয়, তবে গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপর আস্থা ক্ষমতে শুরু করে। মানুষ তখন মনে করতে শুরু করে যেসবকিছুই রাজনৈতিক স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত। এই ধরনের ধারণা গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক, কারণ এটি ধীরে ধীরে রাজনৈতিক মেরুকরণকে আরও গভীর করে তোলে।

বিশেষ করে নির্বাচন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল। নির্বাচন কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠান যদি রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে চলে আসে, তবে

কার্তিক চট্টোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, সুবোধ মিত্রের মতো বাষ্য পরিচালকরা কাজ করলেও বিএন সরকারের নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়ার দীর্ঘ গৌরব ময় ইতিহাসের শেষ অধ্যায় শুরু হয়ে গিয়েছে। চন্নিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে তাদের ছবি ফ্লপ হতে শুরু করেছে। কোম্পানির আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। যদিও সে সবারে কিছুই তখন বসন্ত জানতেন না। তিনি কলকাতায় এসে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়োগেডেই প্রথম হানা দিয়েছিলেন। কয়েক মাস যোরাঘুরির পর সঙ্গ প্রতিষ্ঠিত বসন্ত চৌধুরী ও বিষ্ণুপ্রিয়ায় চরিত্রে দ্বিতীয় ছবি। দেবকীবাবুর পুত্র পরিচালক দেবকুমার বসু জানাচ্ছেন, শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রে ওঁকে খুব মানিয়েও ছিল। ঠিক যেমন পরবর্তী কালে রাজা রামমোহনের চরিত্রে তাঁর মধ্য দিয়েই বাঙালি সাক্ষী রামমোহনকে দর্শন করেছিল। ১৯৫২ সালে ‘পথে’র বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। শ্রীচৈতন্যর চরিত্রে বসন্ত চৌধুরী ও বিষ্ণুপ্রিয়ায় চরিত্রে সুচিত্রা সেনের অনবদ্য অভিনয়ের জন্য ছবিটি ভক্ত দর্শকের কাছে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর স্মৃতিতে আছে, বসন্তবাবু অভিনয় করার সময়েএকটু দুলতেন, ক্যামেরা সামনের পজিশন থেকে সরে যেতেন। বাবা ওঁকে সে ব্যাপারে সাবধান করে ফ্লোরের একটা গণ্ডি কেটে দিয়ে বলেছিলেন, ‘বাইরে তুমি যেও না’। ছবিটা করতে উনি খুব খেটেছিলেন। প্রবল অধ্যবসায় ছিল তার।

কিন্তু দূর্ভাগ্য! এর পরও বসন্ত-সুচিত্রাকে প্রমথেশ বড়ুয়া পরবর্তী ও প্রাক-উত্তম পর্বে বাংলা ছবির এক সম্ভাবনাময় বাণিজ্যসফল জুটি হিসেবে ভাষাতে পারেননি প্রথোজ্ঞ পরিচালকেরা। তথ্যের দিকে তাকালে দেখা যাবে, ১৯৩৬ সালে বসন্ত অভিনীত, সুবোধ মিত্র পরিচালিত ‘ যাত্রা’ (বাংলা) বা ‘সফর’ (হিন্দি) ছবিটি মুক্তি পায়, যেখানে প্রথম বসন্তও উত্তমকুমার অভিনয় করেন। ছবিটির বাংলা সংস্করণের নায়ক উত্তম আর হিন্দিতে বসন্ত চৌধুরী (নায়িকা মান্না মুখোপাধ্যায়)। ১৯৫৪-তে শর্দা বিভাস্ত, দ্বিধাগ্রস্ত বসন্ত ছুটে গেলেন রাধা স্টুডিয়ার মাধবাবাবু কাছে। নিউ থিয়েটার্সের ছবির প্রস্তাবের কারণে ছবিতে কাজ করতে পারবেন না বলে জানাতেই, মাধবাবাবুর দাদা কেশবাবু তিন দিনের হয়ে যাওয়া গুটিংয়ের যাবতীয় খরচ ক্ষতিপূরণ হিসেবে দাবি করে বসলেন।

অনেক চেষ্টায় ও দেবকী বসুর মধ্যস্থতায় ছাড়া পেয়েছিলেন বসন্ত চৌধুরী। গুটিংয়ের খরচ দিতে হয়নি বরী, তবে অগ্রিম হিসেবে পাওয়া তিনশো টাকা তিনি ফেরত দিয়েছিলেন। ৯ জুন ১৯৫২ মুক্তি পেয়েছিল বসন্ত চৌধুরী ও অরুন্ধতী দেবী অভিনীত কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিভাবিক সুপারহিট ছবি ‘পথে’ (হিন্দি নাম প্রচলিতকে বাংলা সিনেমার ছবি ‘ফিন্স’ হিসেবে দেখা যেতে পারে। সেই সময়ের বাংলা ছবির নিরিখে এই ছবিকে

সমর্থকারী সেই বক্তব্যকে নিজেদের মতো ব্যাখ্যা করেন, বিতর্ক বাড়িয়ে তোলেন এবং কখনও কখনও সেই আলো চনাকে তীর রাজনৈতিক সংঘাতে রূপ দেন। ফলে একটি নিরপেক্ষ মন্তব্যও অনেক সময় রাজনৈতিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত, অনেক সময় সাংবিধানিক পদে নিম্নোক্তের প্রক্রিয়াও বিতর্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যখন কোনও ব্যক্তির অতীত রাজনৈতিক পরিচয় স্পষ্ট থাকে, তখন তার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। যদিও সংবিধান অনুযায়ী সেই পদে বসার পর তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে নিরপেক্ষ হওয়া উচিত, কিন্তু মানসে সেই সন্দেহ সহজে দূর হয় না। ফলে যে কোনও সিদ্ধান্ত বা মন্তব্য রাজনৈতিক চশমা দিয়ে দেখা হয়। এই প্রবণতার দীর্ঘ মেয়াদি প্রভাব অত্যন্ত গুরুতর হতে পারে।

গণতন্ত্রের শক্তি মূলত প্রতিষ্ঠান গুলির উপর নির্ভর করে। যদি নাগরিকদের মনে এই ধারণা জন্ম নেয় যে প্রতিষ্ঠানগুলি আর নিরপেক্ষ নয়, তবে গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপর আস্থা ক্ষমতে শুরু করে। মানুষ তখন মনে করতে শুরু করে যেসবকিছুই রাজনৈতিক স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত। এই ধরনের ধারণা গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক, কারণ এটি ধীরে ধীরে রাজনীতির অঙ্গনে টেনে নিয়ে আসে, তবে গণতন্ত্রের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই প্রয়োজনীয় দক্ষিণতাপ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, যেখানে সাংবিধানিক পদগুলিকে সঙ্গান করা হবে এবং তাদের নিরপেক্ষতা রক্ষা করা হবে।

নবদ্বীপের ডায়েরি ঃ নবদ্বীপের বাঙালিরা প্রাচীন রান্নাপদে ভক্ত

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ
ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। বাঙালি জাতির একটি অভ্যাস যেখানে ছেলেমেয়ে ছেঁ মেখে উড়িয়ে দেয় যদি অমূল্য রতন পায় বটে,তাই সব জায়গায় খাদ্য রসিক বাঙালির পাতে পদে, যেমন মোখলদের বিরিয়ানি থেকে পরোটা সব তাদের বিয়ে থেকে বাইপাস সবচেতেই আছে। ঠিক সেভাবে দুশো বছরের বিদেশী রাজত্ব আর তাদের খানা পিনা বাঙালি আয়ত্ত্ব করবে না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার আমাদের বিয়ানি থেকে পরোটা ভাষা নানা মত নানা পরিধানের মতো নানা খাওয়া দাওয়া। এই বাড়ির লোকজন সব খাবারকে অনায়াসে আপন করে নিয়েছে। এই বাড়িতে সকাল সকাল ডিম প্রীতি আমার জন্ম ইস্তক দেখা, সকালে রুটি পরোটা লুচি মাই হোক লেহোর কড়াইতে দেশী হাঁসের ডিম সন্ধে মাষ্ট, প্রস্তুত তখন বাড়িতে মুরগি নৈব নৈব চ, মুরগির গৃহ প্রবেশ আমার দৌলতে যেহেতু সোনা ডাক্তার দাদু ওরফে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ভাস্কর মণি চ্যাটার্জি ক্যালকাটা নার্সিং হোম এর চাইল্ড স্পেশালিস্ট আমাকে হাঁসের ডিম আর মটিন বেশি খেতে নিষেধ করেছিল অগত্যা পোদ্দার বাড়ির লোকজনদের কোন অপশন ছিল না মুরগি না এনে হেঁসেলে। আমার জন আলাদা করে মুরগির মাসে ডিম রান্না করে দেওয়া হতো সব সময়। আমাদের বাড়িতে সবার রান্নার ডিপার্টমেন্ট আলাদা যেমন এই ফ্রেঞ্চ টেষ্ট বা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এর সিদ্ধ হতু আমার বা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই (মেজকাকুকে ওই নামে সম্বোধন করি) একটু মেজাজী অন্য ধরনের মাণুষ, অত্যন্ত ঠাণ্ডা কথা বলবে না হয়। বড়কাকু বর্ধমান এ মোবরক বিল্ডিং এর রিটেল নিউ শাড়ি স্টোর এর বসতো তাই শনিবার রবিবার ছুটি তখন নবদ্বীপে এলে, রবিবার সকালে বা বিকেলে এই ফ্রেঞ্চ টেষ্ট এর আয়োজন, আমাদের বাড়িতে মাংস ডিমের পাক আলাদা। বড় গামলায় গোটা কুড়ি পঁচিশ হাঁসের ডিম পেঁয়াজ আদা টমেটো কাচা লুকা কুচি বিন্দুন গোলমরিচ গুঁড়ো আর দুধ দিয়ে কাচা চামড় দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে পাউরুটি চুবিয়ে স্যালাে ফ্রাই না ডিপ ফ্রাই তখন সবাই ইয়ারং তবে পাউরুটিগুলো মাঝ বরাবর ক্রেট বিক্রিপ করে নিতো এতে ভাজা ভালো হয়। পোদ্দার বাড়িতে সদস্যরা ছাড়াও আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী আনাগোনা প্রায় লেগে থাকতো। এসো জন বসো জন,কারো পাশপোশো কারো ডাক্তার দেখানো সহ সবচেতেই পোদ্দার বাড়ি বিপদপাতার, আমার দাদুর কাছে অতিথি নারায়ণ, তিনি সেই নারায়ণ সেনার জন্য ঠান্মার কাছে কম গালমন্দ খাননি এখন মনে করি ওনার ভাষোদার জন্য ঠান্মা বলতো, কারণ সে সময় অসুস্থ মানুষ

ওদিকে তার ওকুল এর কর্তা মশাই ওরফে বড়দাদু চিত্ত রঞ্জন চৌধুরী সাহেবী মেজাজী মানুষ, তার মামার বাড়ি শোভাবাজার রাজ বাড়ির ধরানায় মানুষ,মামা মাসীরা মেসোরা দিগগজ সে যুগের। তার ঠাঁট বাট আদব কাহাদা সেই। তাদের ও মাস ডিমের আলাদা পাক, তখন অবশ্য বাংলাদেশের ফরিদপুর রাজবাড়ী থেকে আনা পিতলের পেল্লাই স্টোভ কাঠের বাস্ক বন্দী সেটা ডে ব্রিটিশ লেগেই বৈশিষ্ট্য কোম্পানি। সেই কর্তা মশাই এর বিশেষ পছন্দ ফ্রেঞ্চ টেষ্ট তবে সেক্ষেত্রে এই সব বিদেশি খাবার সিনক্রৈই কোমড বেঁধে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ছুটির দিনে রান্না করতেন সবার জন্য, শুধু বাড়ির লোকজন নয় সে যে পাড়ার সবার মনদা, মনদা ছুটির দিনে বিশেষ কিছু করবে দেবে না তাহিকি হয়। তখন অবশ্য আমার তুমি তোমার আমি়র মতো মানসিকতা ছিল না,প্রতিকৌী মানে বৃহত্তর পরিবার, আমরা সেই ধারাপাত এখনো মানি। তাদের বাড়িতে যেহেতু ছোটদাদু ওরফে মামের ছোটকাকু হাটের পেসেন্ট পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত মণি ছত্রী তার চিকিৎসক কাম বন্ধু তাই তেল মল্লা খাওয়া নিষেধাজ্ঞা ছিল বলে শ্যালো ফ্রাই তবো লেহার চ্যান্টা তাওয়া কড়াইয়ে। এগুলো মালপোয়া গোকুল পিঠে ভাজার জন্য ব্যবহৃত হতো অনেকটা এখনকার আধুনিক ফ্রাই প্যানের অনুরূপ। তাই এই খাদ্য বস্তুটি পছন্দ এর তালিকায়, মাম করে দিতো এখন আপনা হাত হকলা হকলা ইনিজের জন্য কখন একলা তাকাল ভাজনুল সঙ্গে মেয়োনিজ বা সস নয় বাংরেজী ভাতে ফ্রেঞ্চ টেষ্ট উত্থ খাসুদি মনে করি ওনার ভাষোদার জন্য ঠান্মা ভাঙতে বিশ্বাসী।

বাংলায় আর্য সংস্কৃতির চেয়ে অন্যর্ষ সংস্কৃতি প্রভাব ঃ কালীপূজো দৃষ্টান্ত

রানা সরকার
কুমোরটুলি অঞ্চলের সুপ্রাচীন সিদ্ধেশ্বরী কালী (ডোমনকালী)র কথা। কালীর সঙ্গে শ্মশানের সম্পর্ক বড় নিবিড়। তিনি শ্মশানবাসিনী, শ্মশানবাসী ভোলা মহেশ্বর তাঁর ভৈরব। ফলে ডোমদের সঙ্গে কালীর নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। ডোমদের হাতেও তিনি পূজিতা হন। খাস কলকাতার বিপিনবিহারী গাদুলি স্ট্রিটে শ্রীপতি ডোম দেবী কালীর পূজো আরম্ভ করেন। আজ সে মন্দির ফিরিঙ্গি কালী বাড়ি নামে পরিচিত।
বলাবাহুল্য শহর কলকাতা কালী আরাধনার সঙ্গে মিশে আছেন ডোমেরা। কেওড়াতলা, নিমডোলা শ্মশানে ডোমদের হাতেই কালী পূজোর সূচনা হয়েছিল। তেমনই খাস কলকাতায় এক কালী আছেন, তাঁর নাম ডোম কালী। আদপে দেবী হলেন সিদ্ধেশ্বরী। কুমারটুলির সিদ্ধেশ্বরী কালীই ডোম কালী নামে পরিচিত। মন্দিরের বয়স আড়াইগো বছর।
শোনা যায়, এই মন্দিরের দেবী কালী স্বয়ং গঙ্গায় ভেসে এসেছিলেন। দেবী মূর্তির পূজো চলাত গঙ্গার অন্য মন্দিরে। মতান্তরে এই একী রাজনৈতিক দল গুলিরও দায়িত্ব রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে অথবা বিতর্কের মধ্যে না টেনে আনা।
গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রতিষ্ঠানগুলির মর্যাদা রক্ষা করা। রাজনৈতিক মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু সেই মতভেদ যদি সব প্রতিষ্ঠানের দলীয় রাজনীতির অঙ্গনে টেনে নিয়ে আসে, তবে গণতন্ত্রের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই প্রয়োজনীয় দক্ষিণতাপ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, যেখানে সাংবিধানিক পদগুলিকে সঙ্গান করা হবে এবং তাদের নিরপেক্ষতা রক্ষা করা হবে।

টা নিজের হাতে রేঁধে খাওয়াতে ভালোবাসতেন তাদের নিষেধ করলেও শুনতেন না।

এই বাড়ির একমাত্র কন্যার সাথী তার মুমি ওরফে মেয়ে পুতুল, তার রান্না বাটির সংসার, ডাক্তার সেট, জলতরঙ্গ আর এক ব্যাগ বই,সে যথোনেই যেত এগুলো সবুজ প্লাস্টিক বুড়িতে পটির আর দুধের বোতল ফ্ল্যাস্ক এর সঙ্গে যেত। বকাকা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ভাজতে বসলে সে তার রান্না বাটির সংসার নিয়ে পাশে বসতো কখনো বকাকার কোলে,বকাকা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ভাজতে ভাজতে ফু দিয়ে খাইয়ে দিতো ভদ্রমহিলাকে। ভদ্রমহিলা এই বয়সেও তার বাবা কাকার খাইয়ে দেন, উনি একমাত্র কিনা অভ্যাস টা রয়ে গেছে। ডিম ভক্তির ভদ্রমহিলার অসাধারণ, মাছ মাংস না হলেও চলবে তবে ডিম ছাড়া সে মণি হারা কাক। তার কাছের মানুষগুলো চেষ্টা করে সে তাদের বাড়িতে গেলে ডিমের কিছু করে খাওয়াতে মানা ডিম ভালোবাসে ওয়ি।

ওদিকে তার ওকুল এর কর্তা মশাই ওরফে বড়দাদু চিত্ত রঞ্জন চৌধুরী সাহেবী মেজাজী মানুষ, তার মামার বাড়ি শোভাবাজার রাজ বাড়ির ধরানায় মানুষ,মামা মাসীরা মেসোরা দিগগজ সে যুগের। তার ঠাঁট বাট আদব কাহাদা সেই। তাদের ও মাস ডিমের আলাদা পাক, তখন অবশ্য বাংলাদেশের ফরিদপুর রাজবাড়ী থেকে আনা পিতলের পেল্লাই স্টোভ কাঠের বাস্ক বন্দী সেটা ডে ব্রিটিশ লেগেই বৈশিষ্ট্য কোম্পানি। সেই কর্তা মশাই এর বিশেষ পছন্দ ফ্রেঞ্চ টেষ্ট তবে সেক্ষেত্রে এই সব বিদেশি খাবার সিনক্রৈই কোমড বেঁধে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ছুটির দিনে রান্না করতেন সবার জন্য, শুধু বাড়ির লোকজন নয় সে যে পাড়ার সবার মনদা, মনদা ছুটির দিনে বিশেষ কিছু করবে দেবে না তাহিকি হয়। তখন অবশ্য আমার তুমি তোমার আমি়র মতো মানসিকতা ছিল না,প্রতিকৌী মানে বৃহত্তর পরিবার, আমরা সেই ধারাপাত এখনো মানি। তাদের বাড়িতে যেহেতু ছোটদাদু ওরফে মামের ছোটকাকু হাটের পেসেন্ট পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত মণি ছত্রী তার চিকিৎসক কাম বন্ধু তাই তেল মল্লা খাওয়া নিষেধাজ্ঞা ছিল বলে শ্যালো ফ্রাই তবো লেহার চ্যান্টা তাওয়া কড়াইয়ে। এগুলো মালপোয়া গোকুল পিঠে ভাজার জন্য ব্যবহৃত হতো অনেকটা এখনকার আধুনিক ফ্রাই প্যানের অনুরূপ। তাই এই খাদ্য বস্তুটি পছন্দ এর তালিকায়, মাম করে দিতো এখন আপনা হাত হকলা হকলা ইনিজের জন্য কখন একলা তাকাল ভাজনুল সঙ্গে মেয়োনিজ বা সস নয় বাংরেজী ভাতে ফ্রেঞ্চ টেষ্ট উত্থ খাসুদি মনে করি ওনার ভাষোদার জন্য ঠান্মা ভাঙতে বিশ্বাসী।

ওদিকে তার ওকুল এর কর্তা মশাই ওরফে বড়দাদু চিত্ত রঞ্জন চৌধুরী সাহেবী মেজাজী মানুষ, তার মামার বাড়ি শোভাবাজার রাজ বাড়ির ধরানায় মানুষ,মামা মাসীরা মেসোরা দিগগজ সে যুগের। তার ঠাঁট বাট আদব কাহাদা সেই। তাদের ও মাস ডিমের আলাদা পাক, তখন অবশ্য বাংলাদেশের ফরিদপুর রাজবাড়ী থেকে আনা পিতলের পেল্লাই স্টোভ কাঠের বাস্ক বন্দী সেটা ডে ব্রিটিশ লেগেই বৈশিষ্ট্য কোম্পানি। সেই কর্তা মশাই এর বিশেষ পছন্দ ফ্রেঞ্চ টেষ্ট তবে সেক্ষেত্রে এই সব বিদেশি খাবার সিনক্রৈই কোমড বেঁধে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ছুটির দিনে রান্না করতেন সবার জন্য, শুধু বাড়ির লোকজন নয় সে যে পাড়ার সবার মনদা, মনদা ছুটির দিনে বিশেষ কিছু করবে দেবে না তাহিকি হয়। তখন অবশ্য আমার তুমি তোমার আমি়র মতো মানসিকতা ছিল না,প্রতিকৌী মানে বৃহত্তর পরিবার, আমরা সেই ধারাপাত এখনো মানি। তাদের বাড়িতে যেহেতু ছোটদাদু ওরফে মামের ছোটকাকু হাটের পেসেন্ট পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত মণি ছত্রী তার চিকিৎসক কাম বন্ধু তাই তেল মল্লা খাওয়া নিষেধাজ্ঞা ছিল বলে শ্যালো ফ্রাই তবো লেহার চ্যান্টা তাওয়া কড়াইয়ে। এগুলো মালপোয়া গোকুল পিঠে ভাজার জন্য ব্যবহৃত হতো অনেকটা এখনকার আধুনিক ফ্রাই প্যানের অনুরূপ। তাই এই খাদ্য বস্তুটি পছন্দ এর তালিকায়, মাম করে দিতো এখন আপনা হাত হকলা হকলা ইনিজের জন্য কখন একলা তাকাল ভাজনুল সঙ্গে মেয়োনিজ বা সস নয় বাংরেজী ভাতে ফ্রেঞ্চ টেষ্ট উত্থ খাসুদি মনে করি ওনার ভাষোদার জন্য ঠান্মা ভাঙতে বিশ্বাসী।

বাংলায় আর্য সংস্কৃতির চেয়ে অন্যর্ষ সংস্কৃতি প্রভাব ঃ কালীপূজো দৃষ্টান্ত
রানা সরকার
কুমোরটুলি অঞ্চলের সুপ্রাচীন সিদ্ধেশ্বরী কালী (ডোমনকালী)র কথা। কালীর সঙ্গে শ্মশানের সম্পর্ক বড় নিবিড়। তিনি শ্মশানবাসিনী, শ্মশানবাসী ভোলা মহেশ্বর তাঁর ভৈরব। ফলে ডোমদের সঙ্গে কালীর নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। ডোমদের হাতেও তিনি পূজিতা হন। খাস কলকাতার বিপিনবিহারী গাদুলি স্ট্রিটে শ্রীপতি ডোম দেবী কালীর পূজো আরম্ভ করেন। আজ সে মন্দির ফিরিঙ্গি কালী বাড়ি নামে পরিচিত।
বলাবাহুল্য শহর কলকাতা কালী আরাধনার সঙ্গে মিশে আছেন ডোমেরা। কেওড়াতলা, নিমডোলা শ্মশানে ডোমদের হাতেই কালী পূজোর সূচনা হয়েছিল। তেমনই খাস কলকাতায় এক কালী আছেন, তাঁর নাম ডোম কালী। আদপে দেবী হলেন সিদ্ধেশ্বরী। কুমারটুলির সিদ্ধেশ্বরী কালীই ডোম কালী নামে পরিচিত। মন্দিরের বয়স আড়াইগো বছর।
শোনা যায়, এই মন্দিরের দেবী কালী স্বয়ং গঙ্গায় ভেসে এসেছিলেন। দেবী মূর্তির পূজো চলাত গঙ্গার অন্য মন্দিরে। মতান্তরে এই একী রাজনৈতিক দল গুলিরও দায়িত্ব রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে অথবা বিতর্কের মধ্যে না টেনে আনা।
গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রতিষ্ঠানগুলির মর্যাদা রক্ষা করা। রাজনৈতিক মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু সেই মতভেদ যদি সব প্রতিষ্ঠানের দলীয় রাজনীতির অঙ্গনে টেনে নিয়ে আসে, তবে গণতন্ত্রের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই প্রয়োজনীয় দক্ষিণতাপ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, যেখানে সাংবিধানিক পদগুলিকে সঙ্গান করা হবে এবং তাদের নিরপেক্ষতা রক্ষা করা হবে।



রাজ্যের কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় অশোকনগর নেতাজি শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ে শুরু হলো উৎকর্ষ বাংলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। অশোকনগরের বিধায়ক তথা উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের সভাপতি নারায়ণ গোস্বামী প্রদীপ জ্বালিয়ে কোর্সের সূচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা ডঃ শতাদী বিশ্বাস, ব্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ ডঃ সুরভ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। ছবি -আশিস কুমার ঘোষ

আলু সংরক্ষনের ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে জামালপুরে পঞ্চায়েত মন্ত্রীঃ হিমঘর মালিকদের সাথে বৈঠকে

সজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৪ মার্চ : হিমঘরের মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করতে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে এলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। আলু সংরক্ষণ ও কেনাবেচা নিয়ে চাষীদের সমস্যার কথা সামনে আসতেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে প্রশাসনিক বৈঠক করা হয় রুক



অফিসে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছিলেন, এ বছর রাজা সরকার চাষীদের কাছ থেকে আলু কিনবে। তবে অভিযোগ উঠেছে, অনেক রকুইই এখনো সেইভাবে আলু কেনার কাজ শুরু হয়নি। এর জেরে বিভিন্ন এলাকায় চাষীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে। গতকাল নবোদ্যে কোল্ড স্টোরেজ মালিকদের নিয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর রুক অফিসে কোল্ড স্টোরেজ মালিক বা তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করে রুক প্রশাসন। সেই বৈঠকে সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে উপস্থিত হন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান সদর দক্ষিণ মহকুমা শাসক বুদ্ধদেব পান, পুলিশের সিআই স্নেহময় চক্রবর্তী, পঞ্চায়েত সমিতির সহ- সভাপতি ভূতনাথ মালিক, রিডিও পার্থ সারথী দে, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেদুম খান, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর মার্কেটিং সাবির আলী, ডিডিএলটিরডিবি পূর্ব বর্ধমানের সজল ঘোষ, রুক কৃষি আধিকারিক বিপাশা বসু, জামালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রূপা সিন্ধু ঘোষ, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ জয়দেব দাস সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানান, এ বছর রাজ্যে আলুর ফলন অনেক বেশি হয়েছে। সেই কারণেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে রাজ্য সরকার চাষীদের কাছ থেকে আলু কিনবে এবং সেই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। নবোদ্যে কোল্ড স্টোরেজ মালিকদের সঙ্গে বৈঠকও হয়েছে এবং পুরো বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী নিজে নজরে রাখছেন। তিনি আরও জানান, আগামী সেমাবার থেকে চাষীরা হিমঘরে আলু রাখতে পারবেন। প্রতি চাষীকে ৭০ বস্তা করে আলু রাখার জন্য টোকেন দেওয়া হবে। মন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ সরকার সবসময় চাষীদের পাশে ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। জামালপুরে আলু সংরক্ষণ ও চাষীদের সমস্যার বিষয়টি সঠিকভাবে দেখভাল করার জন্য পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেদুম খানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশও দেন মন্ত্রী।

আগামী ৭ দিন ধরে রাজ্যে কমবেশি বৃষ্টি-বজ্রপাতের পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ মার্চ : রবিবার থেকে ২০ মার্চের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ এবং ঝোড়ো-বাতাস বইবার সম্ভাবনা রয়েছে। অলিপুর আবহাওয়া আইএমডি-কলকাতা সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গের জেলা যেমন দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, অলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের এক বা একাধিক জায়গায় ভারী বৃষ্টি (৭-১১ সেন্টিমিটার) হতে পারে। উত্তরের এই জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে। ৪০-৫০ কিমিঘণ্টা গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া আশঙ্কা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের জেলা যেমন পশ্চিম বর্ধমান, বার্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও পূর্ব বর্ধমান-এও একই ধরনের ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাত হতে পারে। হাওয়ার তীব্রতাও থাকবে বেশি। বিশেষ করে ১৬ মার্চ, ৫০-৬০ কিমিঘণ্টা বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়ার এই বদলে প্রাভাবিত হতে পারে কৃষিকাজও। কৃষি ও বাগানে ফালানো ফসলের ক্ষতি হতে পারে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, রবিবার ফের হাওয়া বদল হতে পারে। রবিবার থেকে মঙ্গলবার এর মধ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের বিস্তারিত আবহাওয়ার পূর্বাভাস (১৪-০৬-২০২৬ থেকে ২০-০৬-২০২৬) ১৪-০৬-২০২৬ঃ বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, রাঢ়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের বিচ্ছিন্ন স্থানে হালকা বৃষ্টি-বজ্রপাত অন্যত্র আবহাওয়া শুষ্ক। ১৫-০৬-২০২৬ঃ পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদের অনেক জায়গায় অন্যান্য জেলার কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি-বজ্রপাতের সম্ভাবনা। বজ্রপাত, বজ্রপাত এবং দমকা হাওয়া বইবার সম্ভাবনা রয়েছে। ১৬-০৬-২০২৬ঃ দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিবজ্রপাতের সম্ভাবনা। পূর্ব- পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং হুগলিতে বাজ পড়তে পারে। ১৭-০৬-২০২৬ঃ উত্তর- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং বর্ধমান জেলার কিছু জয়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিবজ্রপাতের সম্ভাবনা, সাথে দমকা হাওয়া এবং অন্যান্য এলাকায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা।

নাবালিকাদের বিবাহ আটকাতে সচেতন করতে আলোচনা সভা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বহড়ু , ১৪ মার্চ : স্থল পড়ুয়া নাবালিকাদের বিবাহ ও পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা বেড়ে চলেছে। আর এ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবার এগিয়ে এলো জয়নগর এক নং ব্লকের বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম



পঞ্চায়েত। শনিবার অফিসে পঞ্চায়েত প্রধান মতিবুর রহমান লস্করের উদ্যোগে এই বিষয়ের উপর সচেতনতা মূলক আলোচনা সভা হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার এ এস আই চন্দ্রনাথ মন্ডল, জয়নগর এক নং পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হাজি সাহিফুল লস্কর, বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর, উপপ্রধান সংগীতা মন্ডল, জয়নগর এক নং ব্লকের স্বাস্থ্যের সুপারভাইজার দিপালী মন্ডল, বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা ইন্দ্রজিত মন্ডল, সন্স্যা মাজেন্দা গাজী,তানিমা সেখ, ফিরোজা গাজী, ফাস্ট এন এম মিঠু পুরকায়্ত, মনিকা বর, সংগীতা নন্দর সহ আরো অনেকে। এদিনের এই আলোচনা সভায় আশা কশী সহ একাধিক স্বাস্থ্য কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন বহড়ু এলাকার একাধিক স্থল থেকে এক শতাধিক নাবালিকা পড়ুয়ারা এই আলোচনা সভায় উপস্থিত থেকে তাদের মতামত তুলে বরলেন। এই বিষয়ের তাদের মতামত তুলে গুরু তারা পুরস্কৃত হয়। এদিন তারা শপথ নিয়ে সাবালিকা না হয়ে তারা বিবাহ করবে না। আর আগামী দিনে ও এই ধরনের সচেতনতা মূলক আলোচনা সভা হবে বলে এদিন প্রধান জানানোে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দ্বারা ছয়টি অমৃত স্টেশনের উদ্বোধন

মালিগাঁও, ১৪ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের উৎসর্গ ও উদ্বোধন করেন এবং একটি নতুন ট্রেন পরিষেবার সূচনা করেন এর মাধ্যমে রাজ্যে সংযোগ ব্যবস্থা ও রেল উন্নয়নের ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় হলো। রেলওয়ের পদক্ষেপের অংশ হিসেবে-‘অমৃত ভারত স্টেশন স্কীমে’-র অধীনে পুনর্বিকশিত ছয়টি রেল স্টেশন (যাঃ কামাখ্যাগুড়ি, তমলুক, হলদিয়া, বরাতুম, আনারা এবং সিউড়া অমৃত স্টেশন) উদ্বোধন করা হয়েছে পাশাপাশি দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্প জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে, যা যাত্রী সুবিধা বৃদ্ধি এবং স্টেশন পরিকাঠামোর আধুনিকরণের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী পুরুলিয়া ও আনন্দ বিহার টার্মিনাল- এর (দিব্লি) মধ্যে

কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনটিতে উন্নত সুযোগ- সুবিধা এবং আধুনিক ও যাত্রী-বান্ধব পরিকাঠামো প্রদান করা হয়েছে। পুনঃউন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে একটি নতুন স্টেশন বিল্ডিং অন্তর্ভুক্ত রয়েছে – যার প্রবেশ লবি ও চলাচলের এলাকা উন্নত করা হয়েছে এছাড়া যাত্রীদের সুবিধা ও যাতায়াত সহজতর করার লক্ষ্যে প্ল্যাটফর্মগুলোর কোটা-স্টনের অন্তরণ দিয়ে নবীকরণ এবং লিকট সুবিধাসম্পন্ন ১২ মিটার প্রশস্ত একটি ফুট ওভার ব্রিজ (এফওবি) নির্মাণ করা হয়েছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে ওয়েটিং হ’ল, টয়লেট ব্লক, পার্কিং ব্যবস্থা এবং আধুনিক সাইনবোর্ড ব্যবস্থার মতো সুযোগ-সুবিধাসমূহও উন্নত করা হয়েছে। এছাড়াও, স্টেশন ও এর আশেপাশের এলাকার সামগ্রিক নান্দনিকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় শিল্প ও সাংস্কৃতিক উপাদানসমৃদ্ধ

ভোটের রেজাল্টের দিন প্রধানমন্ত্রীকে কলকাতায় থাকার আহ্বান কল্যাণ ব্যানার্জীর

গ্রীতম সাধুর্খা, হুগলী, ১৪ মার্চ : উত্তরপাড়া রঘুনাথপুর থেকে কোল্লগর কানাইপুর পর্যন্ত বাহিক মিছিল আয়োজন করার তৃণমূল। সেখানে উপস্থিত হন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রী সভা থেকে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে নারী নিরাপত্তা সহ একাধিক বিষয়ে আক্রমণ ছড়িয়েছেন সেই প্রসঙ্গে তৃণমূল সাংসদ বলেন, নরেন্দ্র মোদী পশ্চিমবাংলার লোক

দেখলে কোথায়? কলকাতা থেকে আমিও আসছিলাম দেখলাম ফাঁকা। ওকে লোক দেখিয়ে দেবো। ঘুম ভেঙ্গে যাবে। চতুর্থাবার মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী হলে নরেন্দ্র মোদীর ঘুম ভেঙে যাবে, ২০২১ -এ নরেন্দ্র মোদী আর নেই। চুন চুন কে বদলা লেঙ্গে মোদীর বক্তব্য প্রসঙ্গে কল্যাণ বলেন, চুন চুনকে কেয়া বদলা লেঙ্গে মোদীজ। আপনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এর কাছে মেরুদন্ড বেকিয়ে দিয়েছেন। চুন চুনকে কেয়া বদলা লেঙ্গে, সিআইএসএফ পাঠিয়ে আমাদের মারবেন। এটা বাংলা এটা গুজরাট নয়। চুনচুনকে থা লেঙ্গে তুমকো। রাজ্যের মধ্যে শশী পাণ্ডার বাড়ি ভাঙচুর প্রসঙ্গে কল্যাণ বলেন, একটা গুস্তা মস্তান। নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ আর কি করবে। পাণ্ডিত নেই কিছু নেই। মন্ত্রীর বাড়ি ভাঙ্গা এটাইতো বিজেপির কাজ। চুন চুনকে বদলা হাম ভি লেঙ্গে। ভোটের রেজাল্ট বেরোনের দিন কলকাতায় থাকুন আপনি নরেন্দ্র মোদী। এদিন প্রধানমন্ত্রী বক্তব্যে উঠে আসে আরজিকর ও সন্দেপখালি প্রসঙ্গ। কল্যাণ বলেন, প্রধানমন্ত্রীর বোখা জি- রাজি করে অনেক কিছু বাংলাদেশে ফেরেছিলেন দিল্লিতে তার পাশে নিয়ে যায়। কিন্তু কিছুই করতে পারেনি। আরজি করে ওদের সিরিআই তদন্ত করেছে। তারা কিছুই করতে পারেনি,



গেছে। শুধু বক্তৃতা ছাড়া কিছুই দিতে পারেনা কোন কাজ নেই। ওদের ই ডি সি বি আই সহ আর ছোয়া আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ১২ কোটি মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হাজার হাজার কোটি টাকা না দিলে ভারতবর্ষে কোন কাজ হয় না। কয়েকটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের টাকার জেরে বিজেপি পাটিটা চলছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত জাতির সমস্ত ধর্মের লোকেরদের সঙ্গে কথা বলে। ওদের মত শুধু হিন্দুত্ববাদ নয়। শুধু হিন্দুত্ব হিন্দুত্ব করে চলে না। ওরা নাথুরাম গডসের লোক। আগামী দিনে ২৫০ টা আসনে জিতবে। নরেন্দ্র মোদীর এমন অবস্থা হবে চুল খাড়া হয়ে যাবে।

টেনসাইল ফ্যাব্রিকের আধুনিক রেনশেড নির্মাণের উদ্যোগ, শিলান্যাস করলেন মন্ত্রী অরূপ রায়

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১৪ মার্চ : বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের প্রায় ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে টেনসাইল ফ্যাব্রিকের আধুনিক রেনশেড



নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হলো যা গড়ে উঠবে হাওড়ার শরৎ সদনের মুক্তমঞ্চে। শনিবার এই প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন মন্ত্রী অরূপ রায়। হাওড়ার ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত শরৎ সদনকে ঢেলে সাজাতে এখানের মুক্তমঞ্চে আগামী দিনে গড়ে উঠবে টেনসাইল ফ্যাব্রিকের অত্যাধুনিক রেনশেড। যার নির্মাণে উদ্যোগ নিয়েছেন মন্ত্রী অরূপ রায়। মন্ত্রী তাঁর বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের অর্থে (প্রায় ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে)

পরিবেশের মধ্যেই অনুষ্ঠান আয়োজনের সুযোগ মিলবে। যা আরও সুবিধাজনক হয়ে উঠবে অনুষ্ঠান আয়োজকদের কাছেও। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী অরূপ রায় জানান, এর আগে শরৎ সদনে একটি মুক্তমঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু রোদ-বৃষ্টির মরসুমে অনুষ্ঠান আয়োজনে আয়োজকদের নানা সমস্যার সন্মুখীন হতে হত। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই এই রেনশেড নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। হাওড়ায় এই ধরনের অত্যাধুনিক ক্যানোপি স্ট্রাকচার এই প্রথম শরৎ সদনে বাস্তবায়িত হতে চলেছে যা জেলায় এক নতুন সংযোজন। তিনি আরও বলেন, এই উদ্যোগ সম্পূর্ণভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের আন্দকে সামনে রেখেই হাওড়ার মানুষের স্বার্থে গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শরৎ সদন চত্বর আরও সমৃদ্ধ হবে এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। শনিবার মন্ত্রী এই প্রোজেক্টের শুভ শিলান্যাস করেন। শরৎ সদন প্রাস্তানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া পৌরনিগমের কমিশনার প্রসেনজিত চক্রবর্তী সহ পৌরনিগমের অন্যান্য আধিকারিকরা।

রান্নার গ্যাসের সংকটে দূষনহীন বায়োগ্যাসে মুশকিল আসান ভারত সেবাশ্রমে

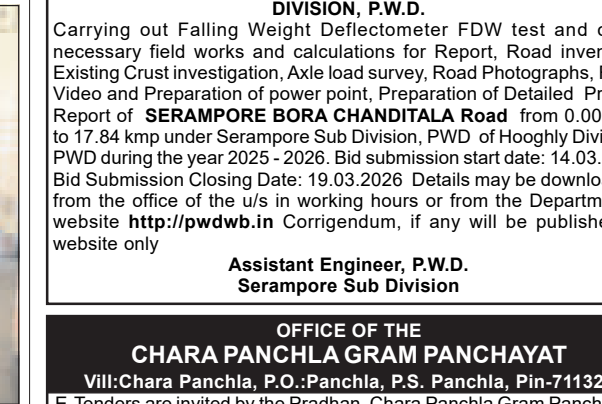
দেবর্ষি মজুমদার, বোলপুর, ১৪ মার্চ : যখন বড় বড় হোটেল-রেস্তোরাঁয় রান্না এবং সরকারি স্থল হাসপাতালে মিডিতে মিলের রান্না মুখ থুবড়ে পড়ছে গ্যাস সঙ্কটজিনিত সমস্যার কারণে ঠিক তখনই ভারত সেবাশ্রমে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নজর কাড়ছে বীরভূমের বোলপুরে। এখানে প্রতিদিন প্রায় দু’হাজার মানুষ নিশ্চিতে পাত পেড়ে যাচ্ছেন। কারণ রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাস তৈরি হচ্ছে গরুর মল-মূত্র থেকেই। বোলপুরের মুলুকে ভারত সেবাশ্রম আশ্রমে স্থাপন করা হয়েছে একটি বড় বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট। আশ্রম সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিন প্রায় ৬০০টি গরুর মল ও মূত্র থেকে উৎপাদিত হচ্ছে প্রায় ১০০ কেজি রান্নার গ্যাস। সেই গ্যাস দিয়েই আশ্রমে প্রতিদিন হাজার হাজার হাজার মানুষের খাবার। কয়েক বছর আগে কলকাতার এক সফ্রায় ব্যক্তি প্রায়

৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই বায়োগ্যাস প্ল্যান্টটি নির্মাণ করে দেন। প্রথমদিকে আশ্রমের দায়িত্বে থাকা মহারাজদের অনেকেরই মনে প্রশ্ন ছিল এত বড় অনেকে টাকা খরচ করে এই প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা কতটা। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তার গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আশ্রমে প্রতিদিন প্রায়



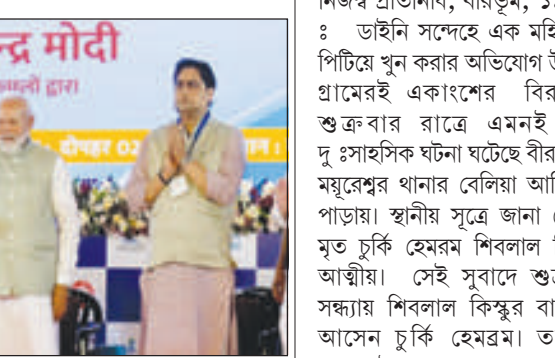
তাহলে গ্যাস সংকটের সময় তা অন্যত্রও কাজে লাগবে সম্ভব হয়। শুধু বোলপুরের এই আশ্রমেই নয়, রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন জায়গায় গরু বা মহিষের মল- মূত্র থেকে তৈরি হওয়া বায়োগ্যাসের অনেকটাই

হয়। যদি সেই অতিরিক্ত বায়োগ্যাস সংরক্ষণ করে সিলিন্ডারে ভরা যেত,



ব্যবহার না হয়ে নষ্ট হয়ে যায় বলেও জানা গেছে। এই

মাল্টি-থিম লাইটিং ও সৌন্দর্য্যবর্ধনমূলক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, যার ফলে যাত্রীদের



অভিজ্ঞতা উন্নত হয়েছে। কামাখ্যাগুড়ি স্টেশনের পুনর্বিকাশ ভারতীয় রেলওয়ের রেল পরিকাঠামো আধুনিকীকরণ এবং যাত্রীদের উন্নত ভ্রমণ সুবিধা প্রদানের প্রতি তাদের অব্যাহত অঙ্গীকারের প্রতিফলন। ‘অমৃত

ভারত স্টেশন স্কিমে’-র অধীনে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত মোট ৯২টি রেল স্টেশনকে

শুশুনিয়া পাহাড়ে আশুন, প্রচুর খরগোশ, সাপের প্রাণহানির আশঙ্কা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৪ মার্চ : বাঁকুড়া জেলার অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র শুশুনিয়া পাহাড়ের একাংশে আচমকা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। পাহাড়ের পিছন দিকের নিম্নাঞ্চল থেকে ধোয়া ও আগুনের শিখা উঠতে দেখা যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই শুকনো ঘাস ও বোপঝাড়ে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং পাহাড়ের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যায়। ঘটনাটি নজরে আসতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের মধ্যে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনীর একটি ইঞ্জিন এবং বন দফতরের কর্মীরা। আগুন যাতে আরও উপরের দিকে ছড়িয়ে না পড়ে, সেজন্য সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজ। দমকল কর্মীরা জল ছিটিয়ে এবং বনকর্মীরা বোপঝাড় কেটে আগুনের বিস্তার রুখতে চেষ্টা করেন। স্থানীয় বাসিন্দারাও এই কাজে সহযোগিতা করেন বলে জানা গেছে। প্রায় দু’ঘণ্টা ধরে টানা প্রচেষ্টার পর অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন দমকল ও বন দফতরের কর্মীরা। আগুনের তীব্রতা কমে আসার পর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তবে আগুনের জেরে পাহাড়ের একটি অংশের শুকনো বনভূমি পুড়ে যার বাল্ব প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। স্থানীয়দের আশঙ্কা, এই অগ্নিকাণ্ডে বনাঞ্চলের গাছপালা ছাড়াও ছোটখাট বন্যপ্রাণীর ক্ষতি হয়ে থাকতে পারে। যদিও ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ এখনও স্পষ্ট নয়। কী কারণে আগুন লাগল তা এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। বন দফতর পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং আগুনের উৎস খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য নজরদারি বাড়ানোর কথাও ভাবা হচ্ছে।

অস্বাভাবিক মশা-মাছির উপদ্রব, ডেক্সুর আতঙ্কে বৃদবৃদ সাফাই অভিযানে পঞ্চায়েত সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৪ মার্চ : পশ্চিম বর্ধমানের গলসী-১ নম্বর ব্লকের বৃদবৃদ বাজার এলাকায় অস্বাভাবিক হারে মশা-মাছির উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় ডেক্সুর আশঙ্কায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। দীর্ঘদিন ধরে নিকশী পরিস্কার ও জলাশয় সংস্কারের কাজ থাকা বিস্তা জয়গায় আবর্জনার তৃণ ও বদ্ধ জলের সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে নির্মল বাংলা মিশনের উদ্যোগে সাফাই অভিযান শুরু করেছে গলসী-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় তিন বছর ধরে একশো দিনের কাজ বন্ধ থাকায় গ্রামীণ এলাকায় নিকশী পরিস্কার ও পুকুর-জলাশয় সংস্কারের কাজ কার্যত বন্ধ হয়ে পড়েছে। ফলে বাজার ও আশপাশের এলাকায় প্রাস্টিকসহ বিভিন্ন আবর্জনা জমে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সন্ধ্যা নামলেই অশার উপদ্রব বাড়ছে, যা নিয়ে উবেগে রয়েছেন বাসিন্দারা। দু’দিন আগে অকাল বৃষ্টির ফলে অনেক জায়গায় বদ্ধ জল তৈরি হয়েছে। তার ওপর বাজার এলাকায় আগের বসানো বহু ডার্টবিনও এখন নেই। ফলে যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা হচ্ছে এবং রাস্তার ধারে ও নিকশী নালায় প্রাস্টিক জমে জল নিষ্কাশন ব্যাহত হচ্ছে। বৃদবৃদের উপর দিয়ে যাওয়া সেচ ক্যানেলেও আগাছা ও আবর্জনা জমে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এলাকায় ডেক্সু সংক্রমণের আশঙ্কা বাড়ছে বলে মনে করছেন বাসিন্দারা। যদিও স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে মশার লার্ভা দমনে ডেক্সর বর্ন ডিজিজ কন্ট্রোল (ভিবিডিসি) এবং ডেক্সর কন্ট্রোল টিম (টিসিটি) গঠন করা রয়েছে। তবুও মশার উপদ্রব বাড়ায় গ্রন্থ উঠছে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মিত নজরদারি নিয়ে। এদিকে পরিস্থিতির খবর ছড়িয়ে পড়তেই দুদ্যোগী হয়েছে গলসী-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি। নির্মল বাংলা মিশনের অধীনে বৃদবৃদ বাজার এলাকায় সাফাই অভিযান শুরু করা হয়েছে। মানকর রোড সংলগ্ন নিকশী নালা থেকে প্রাস্টিক ও জমে থাকা আবর্জনা সরানোর কাজ চলছে। পাশাপাশি বাজার ও আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে থাকা আবর্জনা সংগ্রহ করে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে পাঠানো হচ্ছে। মশা-মাছি দমনে কিটনাশকও ছড়ানো হয়েছে। গলসী-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি অনুপ চট্টোপাধ্যায় জানান, গ্রীষ্মকালে ডেক্সর প্রকাশ ঘটতে আগাম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নিয়মিত নিকশী পরিষ্কার এবং মশার লার্ভা দমনে কিটনাশক ছড়ানোর কাজ চলবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

রান্নার গ্যাস বিক্রির অভিযোগে গ্রেফতার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ১৪ মার্চ : যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সারা দেশ জুড়ে গ্যাসের সংকট তৈরি হয়েছে। আর এই সময়ে রান্নার গ্যাসের কালোবাজারি কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। আর জয়নগর ও আশেপাশের এলাকায় রান্নার গ্যাসকে কাটাই গ্যাস হিসাবে বেআইনি ভাবে অটোতে ভরা হচ্ছে। আর সেই

কাটাই গ্যাসের বেআইনি ব্যবসা বন্ধ করতে এবার তৎপর হলো জয়নগর থানার পুলিশ। জয়নগর থানার অই সি সূরত মালিকারের তৎপরতায় ও তার নির্দেশ মেনে জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিমের তৎপরতায় শুক্রবার জয়নগর থানার একাধিক এলাকা থেকে তিন জনকে কাটাই গ্যাস বেআইনি ভাবে বিক্রি করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে জয়নগর থানার পুলিশ।

ধৃত তিনজন হলো- মানস মন্ডল অরুণে বাসুদেব, সূরত মন্ডল, ইফ্রাহিল লস্কর। ধৃতদের শনিবার জয়নগর থানা থেকে বার্কইপূর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE
EE, PWD, Hooghly Construction Division invites official SNIG for the following: Tender ref. No.: WB/PWD/EE/HCD/SHORTNIQ/10/2025-26 Last Date and time limit of the application: 16.03.2026from 12.00 Noon. Last Date and time limit for issue of quotation paper : 16.03.2026 from 1.00 p.m. Last Date and time limit for submission of quotation paper:16.03.2026 up to 2.00 p.m. Date and time of opening of quotation :16.03.2026 at 3.00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ/NIIT and other documents may be downloaded from: https://wbpwd.gov.in Sd/- J.P.Dhar Executive Engineer, PWD Hooghly Construction Division. Chawkbazar, Hooghly
OFFICE OF THE CHARA PANCHLA GRAM PANCHAYAT Vili:-Chara Panchla, P.O.-Panchla, P.S. Panchla, Pin-711322 E-Tenders are invited by the Pradhan, Chara Panchla Gram Panchayat, Panchla, Howrah, for total 2(Two) nos. of different Schemes, Fund: 5 th SFC vide Memo No- CPGP/239/U TIED/2025-2026. Last date of submission of Bid up to 5:00 PM on 27/03/2026. Date of opening of Bid on 30/03/2026 at 5.00 PM. Detail information available in website https://wbtdenders.gov.in and at this GP Office during the working hours. Sd/- Pradhan, Chara Panchla Gram Panchayat, Panchla, Howrah.

ডাইনি সন্দেহে এক মহিলাকে পিটিয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৪ মার্চ : ডাইনি সন্দেহে এক মহিলাকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠলো গ্রামেরই একাংশের বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতে এমনই এক দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটেছে বীরভূমের ময়ূরেশ্বর থানার বেলিয়া আদিবাসী পাড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত চুর্কি হেমরম শিবলাল কিস্কুর আত্মীয়া। সেই সুবাদে শুক্রবার সন্ধ্যায় শিবলাল কিস্কুর বাড়িতে আসেন চুর্কি হেমরম। তারপর সেখানেই তাদের মধ্যে বচসা শুরু হয়। বচসা চরম পর্যায়ে পৌঁছালে চুর্কি হেমরমের উপর চরাও হন শিবলাল কিস্কু,তার স্ত্রী মাকু কিস্কু, বৈদ্যনাথ কিস্কু, বাবুরাম কিস্কু সহ তার পরিবারের লোকজন। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ময়ূরেশ্বর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। সেখান থেকেই গতরাতে শিবলাল কিস্কু, মাকু কিস্কু, বৈদ্যনাথ কিস্কু ও বাবুরাম কিস্কুকে আটক করে ময়ূরেশ্বর থানার পুলিশ। তদন্তের কারণে গ্রামেরই আরো প্রায় ২৫ জনকে আটক করা হয় বলে ময়ূরেশ্বর পুলিশ সূত্রে খবর। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে এসে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাড়ায় রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। এদিকে অভিযুক্ত শিবলাল কিস্কুর দাবি, চুর্কি হেমরম নামে ওই ফোকস বা ডাইনি কিছুদিন আগে আমার ছেলের বৌকে খেয়েছে। তারপর ও রাতরাতি বেরিয়ে চলে যায়। তবে গতকাল বেলাে হোলি উৎসব থাকার কারণে কিস্কুর আদিবাসী পাড়ায় আসে চুর্কি হেমরম। তারপরই ঘটে এই দুঃসাহসিক ঘটনা।

Office of the SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK, DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742223 1. NIT No-39/15th CFC/2025-26 Memo no-128(6)/15th CFC/2025-26, Dated: 12.03.2026. 2. Date of issue tender paper-12.03.2026 from 11.30 a.m to 3.00 pm. 3. Last date of Dropping tender paper: 18.03.2026 up to 3.00 p.m. 4. Date of opening tender paper-18.03.2026 up to 3.00 pm. Sd/- Prodhان Sadikpur Gram Panchayat

মিটেডেনআবেদনকারীঃ
১) দেবু সিং ২) ফুলনামি মূর্মু, শিবচরন টুডু, লখিয়ার টুডু, ফুলনামি টুডু, হীরালাল টুডু, কৃষ্ণ টুডু আমোক্তার নামা নং ১) IV 335 তাং-২০১৬ ২) 14959 তাং-১৫.১০.২০২৫ আমোক্তার নামা বলে কুট দলিল ও জমির তফসিল ১) 1-291 তাং ১৭.০১।১০২০১৮ রুক- খড়িবাড়ি, মৌজা-বাদল ভিটা, দাগ-৫০২, খতিয়ান-২০ ২) 1-1237 তাং-১০।০৬।২০২৬ রুক - খড়িবাড়ি মৌজা-35-বাস্ত ভিটা দাগ-৬০২ খতিয়ান-৬৯ উপরিউক্ত তফসিল, উল্লেখিত দলিল বলে আবেদনকৃত মিউটেশন কেসে কোন আপত্তি থাকলে ৬০ দিনের মধ্যে BL& LRO অফিসে, খড়িবাড়ি, দার্জিলিং এ যোগাযোগ করুন।

PWD (GOVT. OF W.B.) TENDER NOTICE
EE, PWD, Hooghly Construction Division invites official SNIG for the following: Tender ref. No.: WB/PWD/EE/HCD/SHORTNIQ/10/2025-26 Last Date and time limit of the application: 16.03.2026from 12.00 Noon. Last Date and time limit for issue of quotation paper : 16.03.2026 from 1.00 p.m. Last Date and time limit for submission of quotation paper:16.03.2026 up to 2.00 p.m. Date and time of opening of quotation :16.03.2026 at 3.00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ/NIIT and other

রোগ প্রতিরোধে যোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

প্রতাপ রাও যাদব : গত এক দশক ধরে যোগ শুধুমাত্র সুস্থ থাকার জন্য চিরায়ত এক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয় না, বরং যোগাভ্যাস সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রামাণ্য এক পদ্ধতি বলে ক্রমশ স্বীকৃতি পাচ্ছে।

বিজ্ঞানসন্মত গবেষণা, ডিজিটাল পদ্ধতিতে উদ্ভাবন এবং বিশ্ব জুড়ে সহযোগিতা গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে যোগ সম্পর্কে মানুষের ধ্যানধারণা বদলাচ্ছে। এখন আর যোগাভ্যাসকে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বলেই বিবেচনা করা হয়না, বরং জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এটিকে এক শক্তিশালী ব্যবস্থা হলে গণ্য করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা চিরায়ত চিকিসা পদ্ধতির সঙ্গেই অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে যোগ সম্পর্কে মানুষের ধ্যানধারণা বদলাচ্ছে। ২০২৫ থেকে ২০২৯ সময়কালে ভারতের নেতৃত্বে যোগ সম্পর্কে গবেষণামূলক উদ্যোগকে আরও প্রসারিত করাই এর মূল উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে সংক্রমিত নয়, এখননের ব্যাধি নিরাময়ে যোগাভ্যাসকে উসাহিত করতে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ স্বীকৃতি পেয়েছে। এক্ষেত্রে আয়ুষ মন্ত্রক, দিল্লির এইমস, লেজি হার্ডিনজ মেডিকেল জেল-সংযোগ ছিল, যা কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন ইউনানি মেডিসিন এবং দিল্লির ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালায়েড

সবার জন্য জল, জলের জন্য সবাই-মানুষ, পঞ্চায়েত এবং জল জীবন মিশন

১৪ মার্চ : ভূমিকা ২০১৯ সালের আগস্টে শুরু হওয়া ‘জল জীবন মিশন’ (JJM)-এর লক্ষ্য হল, ‘ফাংশনাল হাউসহোল্ড ট্যাপ কানেকশন’ (FHTC) -এর মাধ্যমে গ্রামীণ ভারতের প্রতিটি ঘরে পানীয় জল সুনিশ্চিত করা। মিশন শুরুর সময় মাত্র ৬.২৬ কোটি গ্রামীণ পরিবারের কাছে নলবাহিত জল-সংযোগ ছিল, যা ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে ১৫.৮২ কোটিতে পৌঁছেছে। এক্ষেত্র পরিকাঠামো নির্মাণই নয়, এই মিশন গ্রামীণ জল সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখতে জন-অংশগ্রহণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ২০২৬-২৭ সালের কেঃগ্রীষ্ম বাজেটে এই খাতে ৬৭,৬৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং গ্রামীণ জল সরবরাহ সংক্রান্ত পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করতে কর্মসূচির মেয়াদ ২০২৮ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।স্থানীয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রামীণ জল সরবরাহউত্তরপ্রদেশের চিত্রকুট

সাময়োসের যৌথ উদ্যোগে যোগাভ্যাসের সুফল সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। যৌথ এই উদ্যোগগুলির সাহায্যে এই কেঃগ্র ডায়াবেটিস, স্থূলতা এবং মানসিক চাপের ফলে সৃষ্ট নানা সমস্যা দূর করতে যোগাভ্যাসের প্রয়োগ নিয়ে কাজ করছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নীতি নির্দেশিকা তৈরি ও উন্নত গবেষণা করা হচ্ছে। এই উদ্যোগে অভ্যুত্থানের সঙ্গেই গুলি সামিল হয়েছে, এরফলে যোগাভ্যাসের বিজ্ঞান সম্মত দিকগুলি নিয়ে প্রচার করতে সুবিধা হচ্ছে। রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এর সম্ভাবনা এবং ব্যয়সাশ্রয়ী দিকটিও তুলে ধরা হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে যোগাভ্যাসের বিজ্ঞান সম্মত প্রয়োগকে শক্তিশালী করতে এমডিএনআইওয়াই নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শরীর বিদ্যা, জৈব রসায়ন, বায়ো মেকানিজ এবং মনস্তত্ত্ব সংক্রান্ত গবেষণাগারে নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে এই কেঃগ্র যোগাভ্যাসের মাধ্যমে বার্ধক্যজনিত সমস্যা এবং জীবনশৈলীরা কারণে সৃষ্ট নানান সমস্যার সমাধান করতে উদ্যোগী হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে চিরায়ত পন্থা-পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থাপণাকে যুক্ত করতে ভারতের অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে। মানুষের দৈন্যিদিন জীবনে যোগকে অন্তর্ভুক্ত করতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সহায়ক হয়েছে। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রমাণ ভিত্তিক

বিভিন্ন তথ্য পরিবেশিত হচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা তুলে ধরতে এম-যোগা মোবাইল অ্যাপ এবং ওয়াই- ব্রেক প্রোটোকল তৈরি করা হয়েছে। এম-যোগা মোবাইল অ্যাপটি বিশ্ স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় তৈরি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ১ লক্ষ দশ হাজারেরও বেশি বার মোবাইল অ্যাপটি ডাউনলোড করা হয়েছে। পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে যোগাভ্যাস কর্মসূচি ওয়াই- ব্রেক ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। এই প্রোটোকলটি কাজের সময়ে মাত্র ৫ থেকে ১০ মিনিটের যোগাভ্যাস অনুশীলনে সহায়তা করে। ইতোমধ্যেই ৬৬ লক্ষ সরকারি আধিকারিক এর সুফল পেয়েছেন। সংশ্লিষ্ট উদ্যোগগুলি থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে, তা যথেষ্ট উসাহযোগ্যক। নিম্নিত্ত ওয়াই- ব্রেক অনুশীলনের ফলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মানসিক চাপ ৪০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এর পাশাপাশি কর্মীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও প্রতাপন্নমতিত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও মনস্তাত্ত্বিক বিভিন্ন বিষয়ে ইতিবাচক প্রভাব দেখা গেছে। যোগাভ্যাসের ফলে শারীরিক বিভিন্ন সুফল নজরে আসছে। কাঁধ ও ঘাঁরে ব্যাথা কমা ছাড়াও প্রাণায়মের মাধ্যমে শ্বাস কষ্টের সমস্যা দূর হয়। এরফলে, বর্তমান সময়কালের কাজের জায়গায় এই ব্যবস্থাপণাটি আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ফল স্বরূপ কর্মীদের অনুপস্থিতির হার হ্রাস পেয়েছে,

মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কাজের জায়গা ও স্বাভাবিক জীবন যাত্রার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে ব্যক্তি জীবন ও প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে যোগের ভূমিকা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এমডিএনআইওয়াই এবং সেঃট্রালা কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন যোগ অ্যান্ড ন্যাচেরোপ্যাথির বিষয়ে একটি জাতীয় আলোচনা চক্রের আয়োজন করে। এই আলোচনায় যোগাভ্যাসের বিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রয়োগের গুরুত্বের বিষয়টি তুলে ধরা হয়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, যোগাভ্যাসের বিষয়ে নিরন্তর গবেষণা, বিভিন্ন চিকিসা পদ্ধতির সঙ্গে একে যুক্ত করা এবং একটি ডিজিটাল ব্যবস্থাপণার মাধ্যমে নজরদারি চালানোর মধ্যে দিয়ে একে আধুনিক চিকিসা ব্যবস্থায় যুক্ত করা প্রয়োজন। এরফলে, যোগাভ্যাসের কারণে কি ধরনের ইতিবাচক প্রভাব দেখা যায়, সেবিষয়ে যথাযথ ধারণা পাওয়া যাবে। যোগ সংক্রান্ত এই উদ্যোগগুলির মাধ্যমে সারা বিশ্ব জুড়ে এর সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন প্রতিফলিত হচ্ছে। যোগাভ্যাসকে শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনে সুস্থ থাকার একটি পন্থা বলে এখন আর বিবেচনা করা হচ্ছে না, বরং জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, দক্ষতা বিকাশ এবং স্বাস্থ্য পরিসেবায় নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ এরমধ্যে দিয়ে তৈরি হচ্ছে। ঐতিহ্যের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মেলবন্ধন

ঘটিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে যোগ ক্রান্তিকে এক চালিকা শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। রোগ দূরীকরণে ভারতের নেতৃত্বদানের ভূমিকাটিও এভাবেই শক্তিশালী হয়েছে। ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। ১৬ মার্চ থেকে শুরু হবে যোগ দিবস পালনের ১০০ দিনের কাউংট ডাউন। প্রাচীন যুগের এক অভ্যাস কিভাবে বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে, তা গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। আসুন এই ১০০ দিনে আমরা যোগাভ্যাসকে দৈন্যিদিন আমাদের পরিণত করি এবং আমাদের পরিবার পরিজন, বন্ধু-বান্ধবকেও নিয়মিত যোগাভ্যাস করতে উসাহিত করি।আমাদের দৈন্যিদিন জীবনে যোগাভ্যাসকে যুক্ত করার মধ্যে দিয়ে আমরা যেমন সুস্বাস্থ্যের অধিকারি হয়ে উঠবো, পাশাপাশি এর সাহায্যে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও সমাজের সম্প্রীতি বৃদ্ধি নিশ্চিত করবো। বর্তমানে গবেষণা, প্রযুক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে ভারত এক নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতে চলেছে। যোগাভ্যাসের শাস্ত্র ত্ত্বজ্ঞাকে বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে প্রয়োগ করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা ও জনকল্যাণ নিশ্চিত রাখতে একে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে।(লেখক আয়ুষ মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত ও স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী)

জলীয়রািঃ-এর লাইনম্যান সেরিঃ দর্জে নিরমস পরিশ্রম করেছেন। চরম প্রতিকূল জলবায়ু সন্বেও স্থানীয়,প্রতিষ্ঠান,কারিগরি ক্মী এবং গ্রামবাসীদের সমধিত প্রচেষ্টা এই অঞ্চলেও নির্ভরযোগ্য নলবাহিত জল পরিষেবা সুনিশ্চিত করেছে।গুজরাটে জলের গুণমান রক্ষায় মহিলারাগুজরাটের নভম্ভারি জেলার মাণিকপুর গ্রামে জন-অংশগ্রহণের মাধ্যমে জলের গুণমান পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ‘ভিলেজ ওয়াটার কেয়ার্গার্মি টিম’-এর সদস্য ফান্ডুনীবেন সঞ্জয়ডাই রাটোড় নিয়মিতভাবে ‘ফিল্ড টেস্ট কিট’ ব্যবহার করে পানীয় জল পরীক্ষা করেন। গত তিন মাসে তিনি গ্রামের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১৯টি জলের নমুনা পরীক্ষা করেছেন।এর পাশাপাশি, তিনি বাড়িতে ক্লোরিনযুক্ত জল ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করছেন, যা জনঅংশগ্রহণে নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিরাপদ সরবরাহ বজায় রাখাছে।সিকিমে জল ব্যবস্থাপনায সামাজিক নেতৃত্বসিকিমে মহিলা সরপঞ্চ শেলা সুবাবা এবং পুত্পা চিট্‌রি জন-নেতৃত্বাধীন জল ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করেছেন।গ্রামবাসীদের পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিযুক্ত করার মাধ্যমে তারা পরিবারগুলিকে সহায়তা রাশি নিয়মিত উসাহিত করেছেন।গ্রামজুে কলের জলের পরিবর্তে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই পন্থাতে ১০০ নলবাহিত জল সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে, যার মাধ্যমে কাঞ্চনপুর গ্রামের ৬৭০টি পরিবার, বহালগেরে ৬৮৪টি এবং গোবিঃ দপুৱের ৬৫৭টি পরিবার উপকৃত হবেন। এই সাফল্য পঞ্চায়েতটিকে ‘হর ঘর জল পঞ্চায়েত’ হিসেবে স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রামীণ

জেলার মানকুয়ার গ্রাম পঞ্চায়েতে পানীয় জল ব্যবস্থা সচল রাখতে স্থানীয় নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গ্রাম প্রধান রচনা দেবীর অধীনে ‘মউ গ্রামীণ পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প’ ৬৪০টি পরিবারে নলবাহিত জল সংযোগ পৌঁছে দিয়েছে, যা প্রায় ১,৯৭১ জন বাসিন্দাকে পরিষেবা দিচ্ছে। এই ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিবার প্রতি মাসে ৫০ টাকা করে নেওয়া হয়, যার মাধ্যমে মাসে প্রায় ৫,২৭৫ টাকা সংগৃহীত হয়। ‘ভিলেজ ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন কমিটি’-র নিয়মিত বৈঠক স্বচ্ছতা, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা এবং নারী ও তফসিলি জাতিভুক্ত সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি সুনিশ্চিত করা হয়েছে। হিমালয়ে জলপ্রবাহলাদায়ের লেহ জেলার মাথো গ্রামে প্রতিকূল তৃখণ্ডে জল সরবরাহ বজায় রাখা এক পুষ্টিগত চ্যালেঞ্জ। জল জীবন মিশনের অধীনে পানীয় জল পরিকাঠামো স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণে পাবলিক হেলথ

ভারতের আবাসন ক্ষেত্রে নীতিগত সহায়তার গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চঃ মূল বিষয়বস্তু২০১৯ সালে শুরু হওয়া SWAMIH কর্মসূচি স্থগিত হয়ে থাকা শাস্রী ও মধ্যম আয়ের আবাসন প্রকল্পে শেষ পর্যায়ের অর্থায়ন প্রদান করে।এই কর্মসূচির অধীনে এখন পর্যন্ত ৫৮,৫৬৬টি বাড়ি সম্পন্ন হয়েছে। এক লক্ষের বেশি বাড়ি সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে ২.৬৮ লক্ষের বেশি মানুষ উপকৃত হবেন।স্থগিত ৩০,০০০-এর বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। নির্মাণ সামগ্রীর চাহিদাও বেড়েছে। অতিরিক্ত ১ লক্ষ স্থগিত আবাসন ইউনিট সম্পন্ন করতে ১৫,০০০ কোটি টাকার SWAMIH ফান্ড-২ ঘোষণা করা হয়েছে।ভারতের রূপান্তরের কেন্দ্রে আবাসন ভারতের একটি পরিবারের কাছে নিজস্ব বাড়ি স্থিতি, নিরাপত্তা এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের প্রতীক। শহর বিস্তারের সঙ্গে আবাসন সামাজিক কল্যাণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। আবাসন নির্মাণ নির্মাণশিল্প, পরিকাঠামো ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও কর্মসংস্থান তৈরি করে। বহু প্রকল্প অর্থনৈতিক সমস্যা বা অন্যান্য কারণে মাঝপথে থেমে যায়।২০২৬ সালে নারি বিষয়ক মন্ত্রকের এক বিশেষজ্ঞ কমিটি জানায় যে আবাসন প্রকল্পে আর্থিক ঘাটতি, ব্যয় বৃদ্ধি ও বিলম্বের কারণে চাপ তৈরি হয়। এই পরিস্থিতিতে প্রকল্প সম্পন্ন করার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়। এই প্রেক্ষাপটে ২০১৯ সালে শাস্রী ও মধ্যম আয়ের আবাসন বিনিয়োগে তহবিল চালু করা হয়। এই তহবিলের উদ্দেশ্য নতুন প্রকল্প শুরু করা নয়, বরং চলমান প্রকল্প সম্পন্ন করা।এই উদ্যোগের মাধ্যমে অসম্পূর্ণ নির্মাণকর্ম সম্পূর্ণ বাড়িতে রূপান্তর করা, গৃহক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং আবাসন ক্ষেত্রে আস্থা

পুনর্গঠন করা হচ্ছে। বর্তমানে SWAMIH তহবিল ২০টি শহর ও ১২টি রাজ্যে ১৪৬টি আবাসন প্রকল্পে কাজ করছে। এর মাধ্যমে ১ লক্ষের বেশি বাড়ি সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।ভারতের আবাসন নীতির কাঠামোভারতের আবাসন নীতি বিভিন্ন স্তরের শ্রেণী, অঞ্চল ও উন্নয়নের ধার অনুযায়ী গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে রয়েছে ঃ বাড়ি নির্মাণশাস্রী ও কর্মসূচির প্রথম সফল প্রকল্প।২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত ২২,৫০০ বাড়ি সম্পন্ন হয়। ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত এই সংখ্যা ৫৮,০০০-এর বেশি হয়েছে।SWAMIH-এর কাঠামো SWAMIH একটি সরকার-সমর্থিত বিনিয়োগে তহবিল। ভারত সরকার তহবিলের পৃষ্ঠপোষক। অর্থ মন্ত্রকের অর্থ বিষয়ক দপ্তর নীতিগত তদারকি করে। এসবিআই ক্যাপ ডেঞ্চরাস লিমিটেড তহবিল পরিচালনা করে। এটি ক্যাটিগরি-২ বিকল্প বিনিয়োগে তহবিল হিসেবে বিবেচিত। এর উদ্দেশ্য স্থগিত আবাসন প্রকল্পে অগ্রাধিকার ঋণ প্রদান।SWAMIH অর্থায়নের প্রোগ্রামSWAMIH থেকে অর্থ পেতে প্রকল্পগুলিকে কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হয়।১. অর্থের অধিকারে স্থগিত প্রকল্প হতে হবে।২. রিয়েল এস্টেট নিষ্পত্তক কর্তৃপক্ষের নিবন্ধন থাকতে হবে।৩. শাস্রী বা মধ্যম আয়ের আবাসন প্রকল্প হতে হবে। বাড়ির আয়তন ২০০ বর্গমিটারের কম হতে হবে।মূলসীমাঃ মুম্বই মহানগর অঞ্চলে ২ কোটির কম

প্রকল্প সম্পন্ন করতে প্রায় ৫৫,০০০ কোটি টাকা প্রযোজন ছিল।SWAMIH তহবিলের মাধ্যমে আর্থিক প্রবাহ বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে নির্মাণ, নির্মাণ শাস্রী এবং আর্থিক পরিষেবা ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ২০২১ সালে মুম্বাইয়ের রিভালি পার্ক প্রকল্প SWAMIH তহবিলের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। এটি এই কর্মসূচির প্রথম সফল প্রকল্প।২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত

২২,৫০০ বাড়ি সম্পন্ন হয়। ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত এই সংখ্যা ৫৮,০০০-এর বেশি হয়েছে।SWAMIH-এর কাঠামো SWAMIH একটি সরকার-সমর্থিত বিনিয়োগে তহবিল। ভারত সরকার তহবিলের পৃষ্ঠপোষক। অর্থ মন্ত্রকের অর্থ বিষয়ক দপ্তর নীতিগত তদারকি করে। এসবিআই ক্যাপ ডেঞ্চরাস লিমিটেড তহবিল পরিচালনা করে। এটি ক্যাটিগরি-২ বিকল্প বিনিয়োগে তহবিল হিসেবে বিবেচিত। এর উদ্দেশ্য স্থগিত আবাসন প্রকল্পে অগ্রাধিকার ঋণ প্রদান।SWAMIH অর্থায়নের প্রোগ্রামSWAMIH থেকে অর্থ পেতে প্রকল্পগুলিকে কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হয়।১. অর্থের অধিকারে স্থগিত প্রকল্প হতে হবে।২. রিয়েল এস্টেট নিষ্পত্তক কর্তৃপক্ষের নিবন্ধন থাকতে হবে।৩. শাস্রী বা মধ্যম আয়ের আবাসন প্রকল্প হতে হবে। বাড়ির আয়তন ২০০ বর্গমিটারের কম হতে হবে।মূলসীমাঃ মুম্বই মহানগর অঞ্চলে ২ কোটির কম

জাতীয়.রাজধানী অঞ্চল, চেন্নাই, কলকাতা, পুনে, হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু ও আহমেদাবাদে ১.৫ কোটির কমঅন্যান্য অঞ্চলে ১ কোটির কম৪. প্রকল্পের সম্পদের মূল্য ইতিবাচক হতে হবে।৫. সম্পন্ন হওয়ার কাছাকাছি প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে।এছাড়া, অনুপায়ক সম্পদ যোগ্যিত প্রকল্প বা জাতীয়.কোম্পানি আইন ট্রািউন্যালে চলমান মামলার প্রকল্পও বিবেচিত হতে পারে।SWAMIH এর অগ্রগতি২০২৫-এর ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫৮,০০০-এর বেশি বাড়ি সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে ৭,০০০-এর বেশি ইউনিট অর্থনৈতিকভাবে দুল্ল শ্রেণির জন্য। তহবিল থেকে ৪৯,৫০০ কোটি টাকার বেশি মূলধন সক্রিয় হয়েছে। মোট উন্নয়ন এলাকা ৯ কোটি বর্গফুটের বেশি। এর মধ্যে ৪৪ শতাংশ প্রকল্প নিম্ন ও মধ্যম আয়ের আবাসন। এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে ৩০,০০০-এর বেশি শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। কেঃ দ্র ও রাজ্য সরকার ৬,৯০০ কোটির বেশি রাজস্ব পেয়েছেন।নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে ২০ লাখ টনের বেশি সিমেন্ট ও ৫.৫ লাখ টনের বেশি ইস্পাত। প্রকল্প এলাকায় ১.০৬ লক্ষের বেশি গাছ লাগানো হয়েছে।মোট বিনিয়োগের প্রায় ৫০ শতাংশ বিনিয়োগকারীদের ফেরত দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকারের বিনিয়োগে ৭,০০০ কোটি টাকার মধ্যে ৬,৫০০ কোটি টাকা ইতিমধ্যে ফেরত

যায়।ফলাফলমোট দুই বছরের মধ্যে প্রকল্প সম্পন্ন মোট ১৬৪ কোটি টাকা সংগ্রহমোট ৬৭০ গৃহক্রেতা বাড়ি পানমন্ত্রী সেরেনিট্রে, বেঙ্গালুরুমেট্ট ১,৮০০ ইউনিটের আবাসন প্রকল্প।মোট ২০১১ সালে শুরু হয়। অর্থাভারের কারণে বিলম্ব হয়।২০২০ সালে SWAMIH বিনিয়োগে করেফলাফলমোট ৪ বছরের মধ্যে প্রকল্প সম্পন্ন মোট ৪৫০ কোটি টাকা বিক্রি মোট ২৬০ কোটি টাকার ঋণ পরিষোধ মোট ১,৮০০ পরিবার বাড়ি পায়।এলিট অ্যাক্রেস, চেন্নাইমেট্ট ২৪৯ ইউনিটের প্রকল্প।২০১৭ সালে শুরু হলেও অনুমোদন বিলম্ব ও আর্থিক সমস্যার কারণে থেমে যায়।২০২০ সালে SWAMIH বিনিয়োগ করেফলাফলমোট দুই বছরের মধ্যে প্রকল্প সম্পন্ন মোট ১৯৬ ইউনিট বিক্রি।মোট ৫৯ কোটি টাকা সংগ্রহমোট ২৫০ পরিবার বাড়ি পায়।SWAMIH ফান্ড-২২০২৫-২৬ বাজেটে SWAMIH ফান্ড-২ ঘোষণা করা হয়েছে। এই তহবিলে ১৫,০০০ কোটি টাকা থাকবে। সরকার, ব্যাঙ্ক এবং বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা এতে অংশ নেবে। এই তহবিলের মাধ্যমে অতিরিক্ত ১ লক্ষ আবাসন ইউনিট সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।উপসংহারSWAMIH শুধু একটি অর্থায়ন তহবিল নয়। এটি আর্থিক বর্জ্যের, নিষ্পত্তক কাঠামো এবং সামাজিক প্রযোজনের মধ্যে সতেবুদ্ধন তৈরি করেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে অসম্পূর্ণ বাড়ি নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, নির্মাণ কাজ পুনরায় শুরু হয়েছে, ও গৃহক্রেতাদের আস্থা ফিরে এসেছে। SWAMIH ফান্ড-২ চালুর মাধ্যমে শাস্রী ও মধ্যম আয়ের আবাসনের ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিশ্রুতি আরও শক্তিশালী হয়েছে। এই উদ্যোগ ভারতের আবাসন ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী স্থিতি ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসাবে শপথ নিলেন শ্রী আর এন রবি

কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ শ্রী আর এন রবি আজ (বৃহস্পতিবার, ১২ মার্চ ২০২৬) পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন। কলকাতার লোক ভবন-এ অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে কলকাতা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি শ্রী সুজয় পাল, তাঁকে শপথবাখ্য পাঠ করান।পশ্চিমবঙ্গের জনগণের উদ্দেশে এক বার্তায় রাজ্যপাল শ্রী রবি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সেবা করার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান এবং গভীরভাবে কৃতজ্ঞ মনে করছি। এই মহান ভূমি বহু সহস্রাব্দ ধরে ভারতের আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত। এই ভূমিতেই বহু হাজার বছর আগে বেদের চিরন্তন জ্ঞান বিকশিত হয়েছিল। এখানেই গৌতম বুদ্ধের বাণী নতুন রূপ পেয়েছে। এখানেই ভক্তি আন্দোলনের মহান ধারার সঞ্চার ঘটেছে এবং এখান থেকেই জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের শক্তিশালী নেতৃত্ব উঠে এসেছে।রাজ্যপাল আরও বলেন,বিদেশি আক্রমণ ও শাসনের এক সংকটময় সময়ে আমাদের সংস্কৃতি ও পরিচয় ধ্বংস করার চেষ্টা চলছিল। সেই সময় এই ভূমি ধরে দিয়েছে অসংখ্য মহান ব্যক্তি ও আধ্যাত্মিক মহাপুরুষকে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ডগরান রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যার ‘ মাতমর্ম ’ আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের যুদ্ধধ্বনি হয়ে উঠেছিল, কবিশুরু ও মনীষী গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপ্লবী আধ্যাত্মিক নেতা শ্রী অরবিন্দ এবং মহান বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। আমি মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করি যাতে তিনি আমাদের জ্ঞান ও শক্তি প্রদান করেন এবং আমি এই রাজ্যের মানুষের সেবায় সর্বোচ্চ নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারি।

পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব ভারতের জন্য একটি নতুন উন্নয়নের অধ্যায় লেখা শুরু হচ্ছে

কলকাতা, ১৪ মার্চ ঃ আজ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিত্তিপ্তস্তর স্থাপন করেন এবং ১৮,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। সড়কে উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ, কলকাতার এই মাটির উপর থেকে, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব ভারতের জন্য একটি নতুন উন্নয়নের অধ্যায় লেখা শুরু হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, এই অনুষ্ঠানে সড়ক, রেল এবং বন্দরের অবকাঠামো সম্পর্কিত ১৮,০০০ কোটি টাকারও বেশি প্রকল্পের ভিত্তিপ্তস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করা হয়েছে। তিনি বলেন, এই প্রকল্পগুলি পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব ভারতের অর্থনৈতিক গতিশীলতা বাড়াবে, ব্যবসা ও শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং লাখ লাখ মানুষের জীবনকে সাহজ করবে, নতুন সুযোগ তৈরি করবে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের উদাহরণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, খড়গপুর-মোরগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ের সমাপ্তি পশ্চিমবঙ্গের অনেক অঞ্চলে অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে দ্রুততর করবে। এছাড়াও তিনি খড়গপুর বাইপাস এবং কংসাবতী ও শিলাবতী নদীর উপর উল্লেখ করেন, যা সংযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই পরিবর্তনমূলক প্রকল্পগুলির জন্য পশ্চিমবঙ্গ এবং সমগ্র পূর্ব ভারতের জনগণকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, দেশব্যাপী ভারতীয় রেলপথ আধুনিকীকরণের জন্য একটি ব্যাপক অভিযান চলছে এবং এই মিশনে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে থাকবে না। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুত পশ্চিমবঙ্গে রেল অবকাঠামো সম্প্রসারণ করছে। এই উপলক্ষে ক।লাই কু ভ্র -ক।নিমাছলি সেকশনে অটোমেটিক ব্লক সিগন্যালিং সিস্টেম জারিত উদ্দেশ্যে উসর্গ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই উদ্যোগগুলি ব্যস্ত রেলপথের ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে, যাত্রা আরও নিরাপদ করবে এবং যাত্রীদের জন্য গতি ও সুবিধা বাড়াবে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, কামাখ্যাগুড়ি, আনাড়া, তামলুক, হালদিয়া, বড়ভূম SWAMIH ফান্ড (new name) & SARKAT ALI SHAIKH (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, NURNABI (old name) S/O - JABED ALI residing at VILL- KALU-ARI PO - JATRADANGA PS & DIST - MALDA PIN - 732141. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from NURNABI (old name) to MD NURNOBI SK (new name) and henceforth, I shall be Known as MD NURNOBI SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 13/03/2026. MD NURNOBI SK (new name) & NURNABI (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, SARKAT ALI SHAIKH (old name) S/O - LIFAUJDDIN SHAIKH residing at VILL & PO - PANCHDARA PS - PALASHIPARA DIST - NADIA PIN - 741156. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SARKAT ALI SHAIKH (old name) to SHARKAT SHAIKH (new name) and henceforth, I shall be Known as SHARKAT SHAIKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 13/03/2026. SHARKAT SHAIKH (new name) & SARKAT ALI SHAIKH (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, NAJIR SK (old name) S/O - AMJAD SEKH residing at VILL- MANUKNAGAR PO - TEGHARI PS - NAKASHIPARA DIST - NADIA PIN- 742401. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from NAJIR SK (old name) to NAJIR SEKH (new name) and henceforth, I shall be Known as NAJIR SEKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 13/03/2026. NAJIR SEKH (new name)& NAJIR SK (old name) both name are same and one identical person

NAME CHANGE
I, ROHIT SEIKH(old name) S/O - SAFIQUE SEIKH residing at VILL - MADHAIPUR PO - MALIHATI PS- SALAR DIST - MURSHIDABAD PIN -742401. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ROHIT SEIKH (old name) to ROHIT SK (new name) and henceforth, I shall be Known as ROHIT SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the 1 CLASS JUDICIAL MAGIS-TRATE AT KANDI court on 13/01/2026. ROHIT SK (new name) & ROHIT SEIKH (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, SAFIQUE SEIKH(old name) S/O - SADHU SK residing at VILL - MADHAIPUR PO - MALIHATI PS- SALAR DIST - MURSHIDABAD PIN-742401. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SAFIQUE SEIKH (old name) to SAFIK SK (new name) and henceforth, I shall be Known as SAFIK SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the 1 CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KANDI court on 13/01/2026. SAFIK SK (new name) & SAFIQUE SEIKH (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, MST NURNAHAR KHATUN W/O - MD YOUSUF ALI residing at VILL- MAHESHPUR PO - GANGADEVI PS - RATUA DIST - MALDA PIN - 732139. West Bengal, do hereby declare that I have changed My minor sons name from NAHID (old name) to NAHID ISLAM (new name) and henceforth, My minor sons shall be Known as NAHID ISLAM (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at berhampore court on 14/02/2026. NAHID ISLAM (new name)& NAHID (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, MST NURNAHAR KHATUN W/O- MD YOUSUF ALI residing at VILL- MAHESHPUR PO - GANGADEVI PS - RATUA DIST - MALDA PIN - 732139. West Bengal, do hereby declare that I have changed My minor daughter name from SUMAIYA (old name) to SUMAIYA PARVIN (new name) and henceforth, My minor daughter shall be Known as SUMAIYA PARVIN(new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at berhampore court on 14/02/2026. SUMAIYA PARVIN(new name) & SUMAIYA (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, SELIFA BIBI SEKH W/O ABUTAHER SEKH MY NAME HAS BEEN RECORDED MY SON SAMIM SHAIKH BIRTH CERTIFICATE AS SELIFA SHAIKH AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATS RANAGATH COURT ON 11-3-26 I, SELIFA BIBI SEKH AND SELIFA SHAIKH AND MY HUSBAND ABUTAHER SEKH AND ABUTAHER SHAIKH ALL ARE SAME PERSON MY ACTUAL NAME IS SELIFA BIBI SEKH HUSBAND ACTUAL NAME IS ABUTAHER SEKH R/O VILL + P.O BARAANDULPIA S C CHAPRA DIST INDIA.

NAME CHANGE
I, SELIFA BIBI SEKH W/O ABUTAHER SEKH MY NAME HAS BEEN RECORDED MY SON SELIM SEKH BIRTH CERTIFICATE AS SELIFA BIBI AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE ALIPORE COURT ON 11/3/26 I SELIFA BIBI SEKH AND SELIFA BIBI IS THE SAME PERSON MY ACTUAL NAME IS SELIFA BIBI SEKH, P.O + VILL BARA ANDULPIA S.C CHAPRA DIST NADIA.

নাম পরিবর্তন
আমি ইমতিয়াজ আহমেদ, পিতা- মোঃ নঈমুদ্দিন সেখ, সাং- শেওড়ালাল, পোঃ -সেংগ্রাম, থানা কলীগঞ্জ, জেলা-নদিয়া। আমার আসল নাম হল ইমতিয়াজ আহমেদ। গত ইং-১১.০৩.২০২৬ হালকানিমা নং- ৪০/২৬ বলে আমার নাম মোঃ ইমতিয়াজ আহমেদ থেকে ইমতিয়াজ আহমেদ ইয়াছে। ইমতিয়াজ আহমেদ ও মোঃ ইমতিয়াজ আহমেদ একই ব্যক্তি হইতেছে।

নাম পরিবর্তন
আমি Nokir Ali, SO Jubed Sekh, ভেড়শালাপাড়া, ওয়ার্ড নম্বর ১৫ (পুর বেকারির পাশে), পোঃখানঃ রামপুরহাট, নীরভূমের বাসিন্দা। আমার এবং ভোটার কার্ডে আমার এবং বাবার নাম Nokir Ali, SO Jubed Sekh নথিভুক্ত রয়েছে। কিন্তু আমার পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আর্ডারমিড কার্ডে আমার বাবার নাম Jubed Ali নথিভুক্ত রয়েছে। ০২.০৫.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের একিডেটটি বলে ঘোষণা করছি আমার বাবা Jubed Sekh Jubed Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Sudhangshu Shekhar Bag, SO Ramkumar Bag, গ্রামঃ নাকপুর, থানাঃ নলহাটি, ৭৩১২৬৭ বীরভূম জেলার বাসিন্দা। আমার পুত্র সৌমেন্দ্র বাগের মাধ্যমিক সার্টিফিকেট Sudhangshu shekhar Bag, জন্ম সার্টিফিকেটে Sudhanshu Sekhar Bag, ভোটার কার্ডে Sudhangsu Sekhar Bag এবং পান ও আধার কার্ডে Sudhangshu Shekhar Bag হিসেবে আমার নাম নথিভুক্ত রয়েছে। ১২.০৫.২০২৬ তারিখে রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট একিডেটটি বলে ঘোষণা করছি উক্ত নানানের সমস্ত ব্যক্তি এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE
I, Shanti Debi Harjarian (Old Name) W/O/- Lt. Sankar Ranjarian residing at 193 R.B.C. Road, P.O. Garita, P.S. Naihati, Dist. North 24 Pgs, Pin-743166 WB do hereby declared that I have changed my name from Shanti Debi Harjarian to Arati Harjarian and henceforth I shall be known as Arati Harjarian (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Lt. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore, Kolkata on 02/03/2026. My name Arati Harjarian and Shanti Debi Harjarian both are same and one identical person

নাম পরিবর্তন
আমি Nazrul Islam, SO Late Hanzil Saiekh, গ্রামঃ লক্ষ্মীনারায়নপুর, পোঃ হরিদাসপুর, থানাঃ নলহাটি, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আধার এবং ভোটার কার্ডে Nazrul Islam, SO Late Hanzil Saiekh নথিভুক্ত রয়েছে। কিন্তু নলহাটি শাখার ইউনিয়ন নাজেরে পাসপোর্ট ভুল বনত আমার নাম Na-jrul Sekh, SO Hansil নথিভুক্ত করা হয়েছে। ০২.০৫.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে একিডেটটি বলে ঘোষণা করছি Nazrul Islam, SO Hansil Saiekh and Najrul Sekh, SO Hansil এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

পথ দুর্ঘটনায় আহত ৩ মহিলা চা শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৪ মার্চ : সাত সকালে পথ দুর্ঘটনার প্রতিবাদে অবরোধে উত্তাল হয়ে উঠল গয়েরকটাটা। শনিবার সকালে এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮-এ দুর্ঘটনায় ৬ মহিলা চা শ্রমিক আহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চা শ্রমিক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোরে কয়েকজন মহিলা চা শ্রমিক কাজে যোগ দিতে বাগানের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় একটি দ্রুতগতির লরি পিছন দিক থেকে ধাক্কা মারে তাদের। ঘটনাস্থলেই তিনজন মহিলা চা শ্রমিক রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে প্রথমে গয়েরকটা থেকে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় পরে সেখান থেকে তাকে স্থানান্তরিত করা হয় জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে। এই ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ চা শ্রমিক ও এলাকাবাসী ধূপগুড়ি থেকে বিরপাড়া গামী এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অবরোধ চলতে থাকায় গয়েরকটা চা বাগান সংলগ্ন হাইওয়ে জুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

বেপরোয়া বাইকের গতির বল ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৪ মার্চ : বেপরোয়া গতিতে বাইক চালালেই কাল হল! বাইকের সঙ্গে ভ্যানের ধাক্কায় মারা গেলেন ২ যুবক। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন ২ জন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের হাডোয়া এলাকায়। জানা গেছে, যত দূরই যুবকের নাম রমেন মণ্ডল ও ঈশান মণ্ডল। গতকাল, শুক্রবার রাতের বহর ১১ বয়সের রমেন ও ১৮ বছর বয়সের ঈশান বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। ভোরা রাতে সেখান থেকে বাইকে করে ফিরছিলেন তারা। দুটি বাইকে মোট চারজন ছিলেন বলে খবর। তেঁরা চারটে নাগাদ হাডোয়া, মাদারতলা রোড দিয়ে যাওয়ার সময় ভয়াবহ ওই দুর্ঘটনা ঘটে। একটি ইঞ্জিনচালিত ভ্যানের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ওই দুই বাইকের। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রমেন ও ঈশানের। বাকি দুইজন গুরুতর জখম হন। জানা গিয়েছে, ভোরবেলা কুয়াশা ছিল। এদিকে রাস্তা কাঁকা থাকার জন্য প্রবল গতিতে ওই দুটি বাইক চালানো হচ্ছিল। এদিকে রাস্তার উলটো দিক দিয়ে ওই ইঞ্জিনচালিত ভ্যানটি আসছিল। কুয়াশার কারণে বাইকারোহীরা উলটো দিক থেকে আসা ভ্যানটিকে সম্ভবত খেয়াল করতে পারেনি। এদিকে গতি অনেক বেশি থাকায় বাইক থামানোও সম্ভব হয়নি। ভ্যানের সঙ্গে প্রচণ্ড গতিতে বাইক দুটির ধাক্কা লাগে। রাস্তায় ছিটকে পানে চারজনই। ঘটনাস্থলেই মারা যান দুই যুবক। প্রচণ্ড শব্দ শুনে সেখানে ছুটে যান স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। হা্যোো থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করে। গুরুতর জখমদের প্রক্সে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় কলকাতার আরজিকর হসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তারা চিকিৎসানী। অতিরিক্ত গতির কারণেই কি এই দুর্ঘটনা? সেই প্রশ্ন উঠেছে।

গুদামে ভয়াবহ আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১৪ মার্চ : চন্দননগরের সুরের পুকুরে ছাঁট লোহার গুদামে ভয়াবহ আগুন। শুক্রবার গভীর রাতে আককা আগুন লেগে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন ভয়াবহ রূপ নেয়। ভয়ে আশেপাশের বাড়ির মানুষজন বাইরে বেরিয়ে আসেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। স্থানীয়দের অভিযোগ, জনবসতি এলাকায় এই গুদামে আগোও আগুন লেগেছিল। আগুনে কেউ হতাহত হননি বলে খবর। স্থানীয় বাসিন্দা ও দমকল সূত্রে খবর, লোহার ভাঙা জিনিসপত্র রাখা হতো ওই গুদামে। তবে কী ভাবে আগুন লাগল তা এখনও জানা যায়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। খবর দেওয়া হয় দমকলেও। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজ। পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে বলেই জানিয়েছেন দমকল কর্মীরা। অগ্নিকণ্ডের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবে ওই গুদামে আগোও আগুন লেগেছিল বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।

হঠাৎই বদলি মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক, কারণ নিয়ে ধন্দ্ব

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৪ মার্চ : রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের মুখে শুক্রবার হঠাৎই বদলি হলেন মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া। শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ নবাব থেকে জারি করা একটি নির্দেশিকায় মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়াকে সরিয়ে কেএমডিএ- র সিইও সুরেন্দ্র কুমার মীনাকে মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক পদে বসানো হয়েছে। তবে রাজ্য সরকারের যে নির্দেশিকার মাধ্যমে নীতিন সিংহানিয়াকে মুর্শিদাবাদে জেলা শাসকের পদ থেকে সরানো হয়েছে সেই নির্দেশিকায় তাঁকে অন্য কোনও পদে বসানোর নির্দেশ উল্লেখ নেই। মাত্র কয়েক মাস আগেই মালদার জেলা শাসকের

পদ থেকে সরিয়ে নীতিন সিংহানিয়াকে মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক পদে বসানো হয়েছিল। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে হঠাৎ করেই রাজ্য সরকারে নীতিন সিংহানিয়াকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পেছনে কী কারণ রয়েছে তা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। তবে তথ্যভিত্ত্ত মহলের ধারণা মুর্শিদাবাদ জেলায় এসআইআর-এর কাজ ঠিকমতো করতে না পারায় বদলি হতে হল নীতিন সিংহানিয়াকে। প্রসঙ্গত, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে যে ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে রাজ্যের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের নাম



তালিকায় মুর্শিদাবাদ জেলার ১১ লক্ষ ২১ হাজার ২০৫ জন

গ্যাস সংকটে বিপর্যস্ত শক্তিগড়ের ল্যাংচা শিল্প, বন্ধের মুখে শতাধিক দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শক্তিগড়, ১৪ মার্চ : পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড়ের ল্যাংচা ব্যবসা আবারও সংকটের মুখে পড়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ ও জ্বালানি সংকটের প্রভাব পেশজুড়ে ব্যবসা - বাণিজ্যকে কাঁপিয়ে তুলেছে, এবং এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে মিষ্টান্ন শিল্পে। বিশেষ করে শক্তিগড়ের ল্যাংচা ব্যবসায়ীরা এখন আশঙ্কার মুখে। বাণিজ্যিক রান্নার জন্য ব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডারের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দৈনিক কোটি টাকার ব্যবসা এখন বন্ধ হওয়ার পথে। যেসব লোকানে সামান্য গ্যাস মজুদ রয়েছে, তারা একমাত্র তার ওপর নির্ভর করে শুক্রবার পর্যন্ত ব্যবসা চালাতে পারবে। তবে বেশিরভাগ দোকানেই নতুন করে ল্যাংচা তৈরির কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। শক্তিগড়ের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের দুই ধারে সারি সারি ল্যাংচার দোকান। সকাল থেকেই দোকানদের সামনে জমে যায় মানুষের ভিড়। কেউ বসে ল্যাংচা রসায়ন করছেন, কেউ বা বাড়ির জন্য কিনে নিয়ে যান। রাস্তার ধারে থামে ছোট গাড়ি ও দূরপাল্লার বাস। এই দুশাই প্রমাণ দেয়, ল্যাংচার প্রতি মানুষের আগ্রহ ও ব্যবসার চানচালনা কতট। কিন্তু এই সমৃদ্ধ ব্যবসার পেছনে লুকিয়ে রয়েছে গ্যাস সংকটের চাপ। ল্যাংচা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় না। তাই গ্যাসের সংকট যদি কয়েকদিনের মধ্যে মিটে না যায়, সব কাঁচামাল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। শক্তিগড়ে মোট প্রায় ১৬০ টি ল্যাংচার দোকান আছে। এসব দোকান দিনে কোটি টাকার ব্যবসা করে। ছোট-ব। অনেক দোকান এই ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল। শুধু দোকানেই সীমাবদ্ধ নয়, এই শিল্পে রয়েছে সরবরাহকারী, কাঁচামাল প্রস্তুতকারী, হেল্পার ও কারিগর। মোটামুটি হিসেব করলে

বর্জ্য হয়ে উঠবে সৌন্দর্যের প্রতীক, প্লাস্টিক দূষণ রোধে নয়া পরিকল্পনা জেলা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ১৪ মার্চ : প্লাস্টিক দূষণ আজকাল সবচেয়ে বড় সমস্যা। খাল, নদী, খাল, পুকুর এবং ঘাটে সর্বত্র প্লাস্টিক রয়েছে।



সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্লাস্টিকের ব্যবহার বাড়ছে এবার, জেলা প্রশাসন প্লাস্টিক দূষণ রোধে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ অবলম্বন করল। ব্যবহারের পরে ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক থেকে ভাঙ্কর তৈরি করা হবে। আর তার স্থাপিত হবে জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রের বিভিন্ন প্যাকেট বাড়ি। প্রথমত, প্লাস্টিক বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং দ্বিতীয়ত, পর্যটকদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির কথা। পৌরসভা ও পঞ্চায়েত এলাকাগুলি থেকে প্রতিদিন যে বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক জমা হয়, তা নিয়ে মাথাব্যথার শেষ ছিল না প্রশাসনের। সাধারণ পদ্ধতিতে এই প্লাস্টিক নষ্ট করা কঠিন এবং পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক। সেই কারণেই এই সৃজনশীল ভাবনা। এই বিষয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলাশাসক মানস কুমার মণ্ডল জানিয়েছেন, প্লাস্টিক দূষণ কমাতে নতুন পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। প্লাস্টিক থেকেই গড়ে উঠবে ভাঙ্কর। একটি

অন্যান্য বর্জ্য সংগ্রহ করে তা দিয়ে তৈরি করা হবে বিভিন্ন শৈল্পিক স্থাপত্য। এই ভাঙ্করগুলি স্থাপন করা হবে দিঘা, মন্দারমণি বা হলদিয়ার

বিশাল প্লাস্টিকের তিমির প্রতিকৃতি বা কোনও প্রাকৃতিক দৃশ্য যদি প্লাস্টিক বর্জ্য দিয়ে তৈরি করে পার্কের সামনে রাখা হয়, তবে তা পর্যটকদের মনে যেমন কৌতূহল জাগাবে। তেমনই প্লাস্টিকের ভয়াবহতা সম্পর্কে নিঃশব্দে সতর্কও করবে। পূর্ব মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ উপকূলীয় এলাকায় পর্যটকদের আনগোনা বেশি থাকায় প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যত্রতত্র চিপসের প্যাকেট বা জলের বোতল ফেলার প্রবণতা দীর্ঘদিনের। ফলে এবার জেলায় প্লাস্টিক দূষণ রোধে একদিকে যেমন সচেতন তার বার্তা অন্যদিকে ভাঙ্কর তৈরি বর্জ্য প্লাস্টিক থেকে। জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগে স্থানীয় শিল্পীদেরও যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এতে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান হবে, অন্যদিকে প্লাস্টিক যে কেবল আবর্জনা নয়, তাকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে সৌন্দর্য্যমান সম্ভব সেই বার্তাও পৌঁছাবে জনমানসে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ব্লকে প্লাস্টিক সংগ্রহের কাজ ত্বরান্বিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংগৃহীত সেই প্লাস্টিক প্রসেসিং ইউনিটে নিয়ে গিয়ে বাছাই করা হবে এবং শিল্পী ও কারিগরদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। প্রশাসনের আশা, এই মডেল সফল হলে শুধু জেলা নয়, রাজ্যের কাছে প্লাস্টিক মোকাবিলায় এক অনন্য নজির সৃষ্টি করবে পূর্ব মেদিনীপুর।

হাওড়া স্টেশন থেকে লঞ্চে বিজেপি কর্মীদের ব্রিগেড যাত্রা নিয়েও রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১৪ মার্চ : হাওড়া স্টেশন থেকে লঞ্চে বিজেপি কর্মীদের ব্রিগেড যাত্রা নিয়েও রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। ‘সৌজন্যবোধে’র অভাব বলে বিজেপির ক্ষেে আড়াল তৃণমূলের, পাট্টা আক্রমণ বিজেপি’রা কার্যত শনিবার বিজেপি’র ব্রিগেড যাত্রা নিয়েও বিতর্ক উত্থোে হাওড়ায়। হুগলি নদী জলপথ পরিবহন সমবায় সমিতির ডিরেক্টরের অভিযোগ, এদিন কার্যত বিনা টিকিটেই হাজার হাজার বিজেপি কর্মী লঞ্চে ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তার প্রশ্ন, অথচ বিজেপি নেতারা বিভিন্ন সময়ে তৃণমূলের রাজনৈতিক সৌজন্যবোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলে থাকেন। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে পরিবর্তন সংকল্প সত্য যাওয়ার জন্য ভোরে থেকেই বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার বিজেপি কর্মী-সমর্থক হাওড়া স্টেশনে এসে জড়ো হন। এরপর তারা ক্যাম্পে খাওয়া-সোয়ার পর মিছিল করে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এদিনও, ব্রিগেড মিছিলের ডিরেক্টর একটা বড় অংশই জানিয়ে ছেঁটে যাওয়ার পরিবর্তে লঞ্চে চেপে কলকাতায়



যান। হুগলি নদী জলপথ পরিবহন সমিতির ডিরেক্টর তথা তৃণমূল নেতা অজয় দে বলেন, ব্রিগেডের সভা নিয়ে বিজেপি’র পক্ষ থেকে তাদের আগে থেকে কোনও চিঠি দিয়ে জানানো হয়নি। বিজেপি’র রাজনৈতিক সৌজন্যবোধের অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। তিনি জানান, তবুও তাদের পক্ষ থেকে চারটি বড় লঞ্ছের ব্যবস্থা করা হয়। এরপরেও তৃণ মূলের রাজনৈতিক সৌজন্য নিয়ে বারবার প্রশ্ন তোলেন কিভাবে ? এদিকে, এই অভিযোগের উত্তরে এদিন বিজেপি’র হাওড়া জেলা সদরের সম্পাদক ওমপ্রকাশ সিং বলেন, গতকাল (শুক্রবার) তারা চিঠি জমা দেওয়ার জন্য ওই অফিসে গিয়েছিলেন। কিন্তু অফিসে কাউকে পাওয়া যায়নি। এরপর ফোনও যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন তারা। ওমপ্রকাশ সিং আরও বলেন, ‘তবে অতিরিক্ত ভিগেডে জন্য অনেকেই টিকিট না কাটলেও পাশাপাশি অনেকেই আবার টিকিট কেটেই এগিল লঞ্চে ওঠেন। এই সংস্কারের জন্য ওদের ধন্যবাদ। প্রধানমন্ত্রীর সভা বলেই ওনারা বাধ্য হয়ে এই কাজ করেছেন।’

ভোটারের নাম ‘বিচারধীন’ তালিকায় রয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় এসআইআর-এর কাজ করার জন্য ৯৮ জন বিচারক নিযুক্ত হয়েছেন। রাজ্য সরকারের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, সম্প্রতি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বৈধ রাজ্যে এসে জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপারদের সঙ্গে যখন বৈঠক করেছিলেন, সেই সময় যে কয়েকজন জেলাশাসক নিজেদের কাজের জন্য কমিশনের ‘রোযানলে’ পড়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নীতিন সিংহানিয়া। সূত্রের খবর, জেলাশাসক হিসেবে নীতিন সিংহানিয়ার ব্যর্থতার জন্যই মুর্শিদাবাদ জেলায় রাজ্যের মধ্যে

সবথেকে বেশি মানুষের নাম ‘বিচারধীন’- এর তালিকায় রয়ে গেছে বলে নির্বাচন কমিশন মনে করছে। জেলাশাসক পদে নীতিন সিংহানিয়াকে রেখে দেওয়া হলে তার বিরুদ্ধে আরও কড়া পদক্ষেপ নিতে পারত জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সূত্রের খবর রাজ্য সরকার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের এই মনোভাব আঁচ করার পরই তড়িঘড়ি নীতিন সিংহানিয়াকে শুক্রবার তার পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, শনিবারই কেএমডিএ-র সিইও সুরেন্দ্র কুমার মীনা, মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক হিসেবে নিজের দায়িত্বভার বুকে নেন।



১৪.০৬.২০২৬ তারিখে, জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের বৃষ্টি-বিধবস্ত এলাকাগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিপণন দপ্তরের অধীনস্থ ‘সুফল বাংলা’-র পক্ষ থেকে আলু সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক বৃষ্টির কারণে ফসলের ক্ষতির পর, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের নিয়াম মূল্য নিশ্চিত করতে এবং তাদের সময়োপযোগী বাজার সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে আজ তাদের কাছ থেকে ১০৫ কুইন্ট্যাল আলু সংগ্রহ করা হচ্ছে। এই উদ্যোগটি কঠিন সময়ে কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে এবং তাদের জীবিকা সুরক্ষিত রাখতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবিচল অঙ্গীকারেরই প্রতীক।

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আসানসোলে কংগ্রেসের অভিনব বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ১৪ মার্চ : রান্নার গ্যাসের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আসানসোলের রবীন্দ্র ভবন সংলগ্ন বিনোদআর মোড়ে এক অভিনব বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল কংগ্রেস। পশ্চিম বর্ধমান জেলা কংগ্রেস এবং মহিলা কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে খাটিয়া করে গ্যাস সিলিন্ডারের প্রতীকী ‘শবযাত্রা’ বের করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেওয়া হয়। বিক্ষোভ চলাকালীন সিলিন্ডারের খাটিয়ার সামনেই উনুন জ্বালিয়ে খিচিড় রান্না করেন কংগ্রেস কর্মীরা। কংগ্রেস নেতাদের দাবি, রান্নার গ্যাসের দাম যেভাবে আকাশছোঁয়া হচ্ছে, তাতে সাধারণ মানুষের পক্ষে গ্যাসে রান্না করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে বাধ্য হয়েই মানুষকে আবার কাঠ-কয়লার উনুনের যুগে ফিরে যেতে হচ্ছে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত কংগ্রেস নেত্রী শ্রীতমা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির কারণে দেশের সাধারণ মানুষ আজ দিশেহারা। রান্নার গ্যাস থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী- সবকিছুর দাম লাকিয়ে লাকিয়ে বাড়ছে। মধ্যবিত্তের পক্ষে সংরার চালানো দায় হয়ে পড়েছে। তিনি আরও কটাক্ষ করে বলেন যে, সরকার ‘আচ্ছে দিন’-এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে সাধারণ মানুষ কেবল মূল্যবৃদ্ধি আর বেকারত্বের সঙ্গেই লড়াই করছে। অন্যদিকে, কংগ্রেস নেতা প্রমোদজিত পুইতৃত্তী বলেন, গত ১২ বছরে কেন্দ্র সরকারের নেওয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্তের কারণে সাধারণ মানুষকে বারবার চরম ভর্তোগ পেহাতে হয়েছে। নেটরদি থেকে শুরু করে সম্প্রতি রান্নার গ্যাসের দাম আরও ৬০ টাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষের পকেটে টান পড়েছে। মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্বের মতো জ্বলন্ত ইস্যুগুলোতে সরকারের জবাব দেওয়া উচিত বলেও তিনি মন্তব্য করেন।



প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৪.০৬.২০২৬ তারিখে কলকাতা থেকে পুকলিয়া-আনন্দ বিহার টার্মিনাল (দিল্লি) এক্সপ্রেসের যাত্রার সূচনা করছেন (ভিডিও কন্ফারেন্সের মাধ্যমে)

ভাগীরথী নদীর ভয়াবহ ভাঙনে বিশ্বস্ত অবস্থা কেতুগ্রামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান ১৪ মার্চ : পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রাম-২ ব্লকের সীতাহাটিতে ভাগীরথী নদীর ভয়াবহ ভাঙনে বিশ্বস্ত অবস্থা এলাকার ঐতিহ্যবাহী স্নান ঘাটের। নদীর পাড় ধসে গিয়ে প্রায় তিরিশ ফুট গভীর খাল তৈরি হয়েছে। ফলে গত পাঁচ মাস ধরে বুঁকি নিয়েই নদীতে নামতে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। তিরিশ ফুট লম্বা বাঁশের মই বেয়ে নিচে নেমে স্নান সারছেন তারা। নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজ সারতেও একইভাবে বুঁকি নিতে হচ্ছে। মহিলাদেরও বাধ্য হয়ে ওঁই মই বেয়েই নদীতে নামছেন। স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, আমাদের খুবই সমস্যা হচ্ছে মই বেয়ে নিচে নামতে। কিন্তু কিছুই করার নেই ভয় লাগলেও বুঁকি নিয়েই নামতে হবে। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীতাহাটি পঞ্চায়েতের পাশেই রক্ষণীতলায় রয়েছে ঐতিহ্যবাহী শিবের ঘাটা। বহু বছর ধরে এই ঘাটেই সীতাহাটি, সুজাপুর-সহ আশেপাশের গ্রামের মানুষ স্নান করেন। অনেকেই এখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজ সারেন। উট্টাচার্য্য পরিবারের প্রাচীন শিবমন্দিরেও পূজোর জন্য এই ঘাট থেকেই ভাগীরথীর জল তোলা হয়। কিন্তু ভয়াবহ ভাঙনের জেরে এখন পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। নদীর পাড় ভেঙে প্রায় তিরিশ ফুট গভীর খাল তৈরি হয়েছে। পাড়ের

বড় বড় গাছের শিক। পর্যন্ত উপড়ে গেছে। বাধা হয়ে স্থানীয়রা স্নান দিয়ে একটি লম্বা মই তৈরি করেছেন। সেই মই বেয়েই বুঁকি নিয়ে নামতে নামছেন তারা। এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে আমাদের এই ঘাটে নামতে হয়। তাছাড়া এটা অনেক প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী ঘাট। দ্রুত সংস্কার করা গেলে বহু মানুষের উপকার হবে। তবে শুধু ঘাটই নয়, ভাঙনের থাবা ক্রমশ বাড়ছে। আশেপাশের এলাকাতেও শাখাই ও উদ্ধারপূরের সংযোগকারী রাস্তা ধীরে ধীরে সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। শাখাইয়ের রাস্তাতেও একাধিক জায়গায় ধস নামছে। স্থানীয়দের আশঙ্কা, এভাবে চলতে থাকলে মৌগ্রাম, রঘুপুর-সহ আরও কয়েকটি গ্রাম ভাঙনের কবলে পড়তে পারে। এই পরিস্থিতিতে ভাঙন রোধের দাবিতে সেচ দফতরের কাছে চিঠি দিয়েছে কেতুগ্রাম-২ পঞ্চায়েত সমিতি।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ব্রাউন সুগার-সহ গ্রেফতার অসমের যুবতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ : মাদক পাচারের বিরুদ্ধে অভিানে নেমে বড়সড় সাফল্য পেলে রেল পুলিশ। শনিবার নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে বিপুল পরিমাণ মাদক (ব্রাউন সুগার)-সহ এক যুবতীকে গ্রেফতার করেছে জিআরপি। ধৃত যুবতীর নাম সালিমা খাতুন (২৮)। তিনি অসমের মরিগাঁও জেলার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। রেল পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার সকালে গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এনজিউ স্টেশনে জিআরপি এবং এসওজি টিম যৌথ অভিযান চালায়। সেই সময় ডাউন বিবেক এক্সপ্রেস ট্রেনটি স্টেশনের ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছালে তল্লাশি শুরু করেন আধিকারিকরা। ট্রেনের জেনারেল কোচ থেকে ওই যুবতীকে সন্দেহজনক অবস্থায় আটক করা হয়। পরে তার তল্লাশি নিয়ে প্রায় ৪৮ গ্রাম মাদক (ব্রাউন সুগার) উদ্ধার হয়। রেলওয়ে পুলিশের অনুমান, বাজেয়াপ্ত হওয়া এই মাদকদ্রব্যের আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারণা, উদ্ধার হওয়া ড্রাগস অসম থেকে

NOTICE My clients SUNIL KR DUTTA, ANIL DUTTA & SUBAL DUTTA, all S/o Nimal Chandra Dutta purchased a land measuring about 9KH-10CH-05FT through a General Power of Attorney Dulichand Agarwal, Kusum Agarwal & Arun Agarwal appointed Vishnu KR Agarwal, Rani Agarwal, Rekha Devi Dhandhania & Renu Devi Luhuraka as Attorney Vide Deed no-00154, dt-05/11/1997, D.S.R Howrah. Now my clients filed a mutation case No-2055/26, 2058/2026, 2057/2026 (Mouja Bally, JH-14, LR Day -22528, LR KH-15489,24460 & 25972) before BL& LRO Bally Jagacha Block, 229 G.T Road Bally Howrah. If any one want to contest they can appear before BL & LRO within 30 days from the publication of the notice.
বিজ্ঞপ্তি আমার মক্কেল শিব শংকর মাস্তা পিত্তা- ভূপতি চরণ মাস্তা সাং-মামদপুর, পোস্ট-লক্ষণপুর, থানা-চন্ডীতলা, জেলা-হুগলী কে গত ইংরাজি 1৬.০৯.200৪ তারিখে জম্মীপাড়া এ ডি সাব রেজিস্ট্রি অফিসে 1২নম্বর আমমোক্তনামা দাখিলে চন্ডীতলা থানার মামদপুর গ্রাম নিম্নাধী ভূমিভিত্তি চরণ মাস্তা, অর্পণা মেটে, ককনা কাঁটার ও দুপুর্ণা মন্ডল সকলে মৌদা আমমোক্তার নিয়ম ককনে। যাহার তদশীপী মোলা-হাডাটা, থানা- জংঘরগুপ্তর, মৌজা-কন্সালপুর, জে এল নম্বর 53, 1153,1151,1150 ও 115২ নম্বর বিজয়ারের অন্তর্গত হাল 32০ দাগে শালি ২ শতক, 323 দাগে শালি 5 শতক, 324 দাগে শালি 5 শতক, 364 দাগে পুস্কর 4 শতক। গত ইংরাজির 16.10.2009 তারিখে জম্মীপাড়া থানার লক্ষণপুর গ্রাম নিম্নাধী চিত্তরন্য কোসে, দ্বিহ কোসে, বান্দর কোসে, শামদান কোসে, বৌদ্বান্য কোসে, প্রশান্ত কোসে ও মোদা কোসে সকলের পিতা সুব্রিণ কোসে বগাধিমা এ ডি এল আর অফিসে 28৪৯ নম্বর বিক্রয় কেবলা দলিল মূদে উক্ত তদশীপী মোলা-হাডাটা, থানা-বৈষ্ণবপুর, মামার নিচট ইহতে খলি ককনে। উক্ত খলিককত সকনে তারা ইহতে কার্যেও কোনদরম আপত্তি থাি থাকে তারা ইহতে হল্য তারিখ ইহতে ১মাসের মধ্যে জে বি পু নি এল এন্ড এল আর ও অফিসে প্রমান সহ যোগাযোগ করিবেন। Mumpy Sarkar (Adv.) Kolkata high court. E.NO-A/16০/2015

Tender Notice
Banupur-I Gram Panchayat has invited Two (2) Nos of e-Nit for 5th SFC-1 Nos Fund on dt-14/03/2026 for year 2025-2026 , and 1 Nos Tender for APAS Scheduled to be open on 19/3/2026 (at 10 AM) and last date of bid Submission is on 17/3/2026 . For more details, please visit on:- https://wbetenders.gov.in
Prodhan Banupur-1 Gram Panchayat

 KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION. e-TENDER
ABRIDGED NIT
The Executive Engineer (Electrical), Lighting/Crm, KMC invites percentage rate e-tender online in two bid system for the following works: (1) NIT No. : KMC/LTG/CRM/SBG/35/2025-26 (1st Call) Name of the work: Renovation of Electric Furnace No. 1 along with furnace gate mechanism and body-charging trolley and allied works at Shanagar Burning Ghat. Estimated amount: ₹ 2,74,798.00. Earnest money: ₹ 6,000.00. Period of contract: 5 days.
(2) NIT No. : KMC/LTG/CRM/SBG/34/2025-26 (1st Call) Name of the work: Supply and fixing of enclosure and chassis for ID Fan of the Air Pollution Control System connected with Electric Furnaces No. 5 and 6 at Sahanager Burning Ghat. Estimated amount: Open quotation. Earnest money: ₹ 8,500.00 (Lump sum). Period of contract: 6 days.
(3) NIT No. : KMC/LTG/CRM/SBG/28/2025-26 (1st Call) Name of the work: Restoration of Electric Furnace No. 8 and allied works at Shanagar Burning Ghat. Estimated amount: ₹ 2,90,252.00. Earnest money: ₹ 6,000.00. Period of contract: 5 days.
(4) NIT No. : KMC/LTG/CRM/SBG/27/2025-26 (1st Call) Name of the work: Supply and installation of various electrical equipments in place of burn out and damaged ones at different panels and allied works at Shanagar Burning Ghat. Estimated amount: ₹ 2,97,009.00. Earnest money: ₹ 6,000.00. Period of contract: 3 days.
(5) NIT No. : KMC/LTG/CRM/SBG/19/2025-26 (1st Call) Name of the work: Improvement of lighting arrangement and allied works at Shanagar Burning Ghat. Estimated amount: ₹ 3,98,851.00. Earnest money: ₹ 8,000.00. Period of contract: 5 days.
(6) NIT No. : KMC/LTG/CRM/SBG/18/2025-26 (1st Call) Name of the work: Renovation of Electric Furnace No. 5 and allied works at Shanagar Burning Ghat. Estimated amount: ₹ 3,98,924.00. Earnest money: ₹ 8,000.00. Period of contract: 7 days.
(7) NIT No. : KMC/LTG/CRM/SBG/29/2025-26 (1st Call) Name of the work: Renovation of Electric Furnace No. 5 and allied works at Shanagar Burning Ghat. Estimated amount: ₹ 3,98,924.00. Earnest money: ₹ 8,000.00. Period of contract: 7 days.
(8) NIT No. : KMC/LTG/CRM/SBG/32/2025-26 (1st Call) Name of the work: Renovation of Electric Furnace No. 2 and allied works at Shanagar Burning Ghat. Estimated amount: ₹ 2,96,025.00. Earnest money: ₹ 6,000.00. Period of contract: 4 days. Last date and time of submission of bid: 2৪.03.2026 at ২ P.M. (For Sl. No 1 to ৪). The bid forms and other details are available on and from 1৪.03.2026 at ২ P.M. (For Sl. No. 1 to ৪). The website: https://wbtennders.gov.in (For Sl. No. 1 to ৪).
The Director General (Sewerage & Drainage), KMC invites e-tender online item rate two bid system for the following work: NIT No. : KMC/S_D/UDPS/LAD/25-26 (1st Call) Name of the work: Renewing of 3 nos. dilapidated M.S. ladders, chequered plates including repairing of guard railing around the screen chamber with other allied works at Uttadanga Drainage Pumping Station. Estimated amount: Open quotation. Earnest money: 2% of quoted amount. Period of completion: 14 days. Last date and time of submission of bid: 25.03.2026 - ৫ P.M. The bid forms and other details are available on and from 16.03.2026 (৫ P.M.) from the website: https://etender.wb.nic.in. For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

বিক্রপ্তি	DSP	MUTUAL FUND
আসন্ন ইনভেস্টের আ্যওয়েয়ারনসেস প্রোগ্রাম ('আইএপি')-এর জন্য এডম্ভ্যারী বিক্রপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিউপার মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:		
দিন ও তারিখ	ফিসনা	সময়
Sunday, 15th March 2026	Rabi Mallar, Sodepur Road, Snipur Madhyamgram (Opposite Vishal Mega Mart), West Bengal-Kolkata	3:30 PM
সমস্ত আইএপি সকলে আগেরের জন্য ডিজিট করুন dsplm.com/IAEP এবং অন্য সমস্ত ডিরেক্টরজার জন্য, ডিজিট করুন dsplm.com/EID. ডিউপার মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি ডিরেক্টরজার শিখা ও সচেতনতা উৎসোগ। মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি লব্ধক, যেজোলা সবজো সস্তো লব্ধিযুক্ত বস্তু লব্ধকরে পড়ো দিন।		

দ্রাবিড় থেকে গিল, মিতালি-বোর্ডের নামন সম্মানে উজ্জ্বল একঝাঁক তারকা

সংবাদ সংস্থা, মুম্বাই, ১৪ মার্চ : ভারতীয় ক্রিকেটের বর্ষসেরা কৃতিত্বকে স্বীকৃতি দিতে প্রতি বছরই দেশের ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা তাদের বিশেষ সম্মাননা ঘোষণা করে। এবারের নামন সম্মানেও উঠে এসেছে ভারতীয় ক্রিকেটের একাধিক উজ্জ্বল নাম। প্রাক্তন অধিনায়ক ও কোচ রাহুল দ্রাবিড়, তরুণ ব্যাটিং প্রতিভা শুভমন গিল এবং নারী ক্রিকেটের কিংবদন্তি মিতালি রাজ-সবাই জায়গা পেয়েছেন সম্মানপ্রাপকদের তালিকায়। তবে বিস্ময়ের বিষয়, সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতীয় দলের মুখ হিসেবে পরিচিত দুই তারকা রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির নাম এবারের তালিকায় নেই। এই ঘটনাই ক্রিকেটমহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। নামন সম্মান মূলত ভারতীয় ক্রিকেটে অসামান্য অবদান রাখা খেলোয়াড়, কোচ ও ক্রিকেট ব্যক্তিত্বদের স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগে পারফরম্যান্স, নেতৃত্ব, ধারাবাহিকতা এবং ক্রিকেটে সামগ্রিক অবদানের ভিত্তিতে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। এবারের ঘোষণায় দেখা যাচ্ছে, ক্রিকেটের বিভিন্ন প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব এই সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। ফলে পুরস্কারের তালিকায় যেমন রয়েছে অতীতের অভিজ্ঞতা, তেমন রয়েছে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও। রাহুল দ্রাবিড়ের নাম এই তালিকায় থাকটা অনেকের কাছেই প্রত্যাশিত ছিল। ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর অবদান বহু দশক জুড়ে বিস্তৃত। ব্যাট হাতে অগণিত স্মরণীয় ইনিংস জুড়ে আছেই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কোচ হিসেবে ভারতীয় দলকে নতুন দিশা দেখানোর কাজ। তরুণ ক্রিকেটারদের তৈরি করা, দলের মধ্যে শৃঙ্খলা ও ঝেঁদের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা-এসব ক্ষেত্রেই দ্রাবিড়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। তাই এবারের নামন সম্মানে তাঁর অন্তর্ভুক্তি অনেকের কাছেই এক স্বাভাবিক স্বীকৃতি। অন্যদিকে শুভমন গিলের উপস্থিতি ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যতের প্রতি এক স্পষ্ট আশ্বাস ইঙ্গিত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর ধারাবাহিক পারফরম্যান্স তাকে দেশের অন্যতম নির্ভরযোগ্য তরুণ ব্যাটার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। টেস্ট, একদিনের ক্রিকেট এবং সীমিত ওভারের পেলায় তার আত্মবিশ্বাসী ব্যাটিং ইতিমধ্যেই বহু ম্যাচে ভারতকে সাফল্য এনে দিয়েছে। ক্রিকেট বোর্ডের মতে, গিলের প্রতিভা এবং পরিশ্রম ভারতীয় ক্রিকেটকে আগামী দিনে আরও শক্তিশালী করে তুলতে পারে। সেই কারণেই তাকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। নারী ক্রিকেটের ক্ষেত্রে মিতালি রাজের নামও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। ভারতীয় নারী ক্রিকেটের ইতিহাসে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। দীর্ঘ সময়

ধরে দলের নেতৃত্ব দেওয়া, ধারাবাহিক রান সংগ্রহ করা এবং নারী ক্রিকেটকে দেশের মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে মিতালি এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর ব্যাটিং কৌশল, শৈর্ষ এবং নেতৃত্বের ক্ষমতা বহু তরুণী ক্রিকেটারের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। তাই নামন সম্মানের তালিকায় তাঁর উপস্থিতি নারী ক্রিকেটের অগ্রগতির প্রতীক বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে এই তালিকা প্রকাশের পর থেকেই যে প্রস্তুতি সবচেয়ে বেশি উঠছে, তা হল রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির অনুপস্থিতি। ভারতীয় ক্রিকেটের দুই অন্যতম বড় নাম হওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁরা এই সম্মান থেকে বাইরে রইলেন, তা নিয়ে নানা আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকের মতে, পুরস্কারের বিভাগ ও নির্বাচনের নির্দিষ্ট মানদণ্ডের কারণে এমনটা হয়েছে। আবার কেউ কেউ মনে করছেন, এবারের সম্মানে বোর্ড হয়তো অন্য কিছু ক্রিকেট ব্যক্তিত্বকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছে। রোহিত এবং কোহলি দুজনেই দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের সাফল্যের অন্যতম স্তম্ভ। রোহিতের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং এবং নেতৃত্বের দক্ষতা ভারতীয় দলকে বহু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জয় এনে দিয়েছে। অন্যদিকে কোহলির দৃঢ় মানসিকতা, ফিটনেস এবং রান করার ক্ষমতা তাকে আধুনিক যুগের অন্যতম সেরা ব্যাটার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই তাদের নাম তালিকায় না থাকায় অনেক সমর্থকের মধ্যেই কিছুটা বিস্ময় দেখা দিয়েছে। তবে ক্রিকেট বোর্ডের ঘনিষ্ঠ মহলের মতে, এই পুরস্কার কোনওভাবেই অন্য খেলোয়াড়দের গুরুত্ব কমিয়ে দেয় না। বরং প্রতি বছর ডিন্স ডিন্স কৃতিত্বকে সামনে আনার জন্যই নির্বাচনের প্রক্রিয়া এমনভাবে গড়ে তোলা হয়। ফলে কোনও বছর কোনও তারকা তালিকায় না থাকলেও ভবিষ্যতে আবার তাঁদের স্বীকৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সামগ্রিকভাবে এবারের নামন সম্মান ভারতীয় ক্রিকেটের বহুমাত্রিক সাফল্যের এক প্রতিফলন বলেই মনে করা হচ্ছে। এখানে যেমন অভিজ্ঞতার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, তেমনই নতুন প্রতিভাকেও তুলে ধরা হয়েছে। রাহুল দ্রাবিড়ের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটমস্তিষ্ক, শুভমন গিলের মতো উদীয়মান তারকা এবং মিতালি রাজের মতো অনুপ্রেরণামূলক ব্যক্তিত্ব-এই তিনটি নামই ভারতীয় ক্রিকেটের তিনটি ডিন্স যুগ ও ডিন্স শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে তাই এই সম্মান শুধু পুরস্কার নয়, বরং দেশের ক্রিকেট ঐতিহ্যের এক ধারাবাহিক স্মারক। অতীতের গৌরব, বর্তমানের সাফল্য এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা-সর্বকিছুর মিলিত প্রতিফলনই যেন এবারের নামন সম্মানের তালিকায় ধরা পড়েছে। আর সেই কারণেই পুরস্কার ঘোষণার পর থেকে ক্রিকেটমহলে আলোচনার ঝড় খামছে না।

সংবাদ সংস্থা, মুম্বাই, ১৪ মার্চ : ভারতীয় ক্রিকেটের বর্ষসেরা কৃতিত্বকে স্বীকৃতি দিতে প্রতি বছরই দেশের ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা তাদের বিশেষ সম্মাননা ঘোষণা করে। এবারের নামন সম্মানেও উঠে এসেছে ভারতীয় ক্রিকেটের একাধিক উজ্জ্বল নাম। প্রাক্তন অধিনায়ক ও কোচ রাহুল দ্রাবিড়, তরুণ ব্যাটিং প্রতিভা শুভমন গিল এবং নারী ক্রিকেটের কিংবদন্তি মিতালি রাজ-সবাই জায়গা পেয়েছেন সম্মানপ্রাপকদের তালিকায়। তবে বিস্ময়ের বিষয়, সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতীয় দলের মুখ হিসেবে পরিচিত দুই তারকা রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির নাম এবারের তালিকায় নেই। এই ঘটনাই ক্রিকেটমহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। নামন সম্মান মূলত ভারতীয় ক্রিকেটে অসামান্য অবদান রাখা খেলোয়াড়, কোচ ও ক্রিকেট ব্যক্তিত্বদের স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগে পারফরম্যান্স, নেতৃত্ব, ধারাবাহিকতা এবং ক্রিকেটে সামগ্রিক অবদানের ভিত্তিতে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। এবারের ঘোষণায় দেখা যাচ্ছে, ক্রিকেটের বিভিন্ন প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব এই সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। ফলে পুরস্কারের তালিকায় যেমন রয়েছে অতীতের অভিজ্ঞতা, তেমন রয়েছে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও। রাহুল দ্রাবিড়ের নাম এই তালিকায় থাকটা অনেকের কাছেই প্রত্যাশিত ছিল। ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর অবদান বহু দশক জুড়ে বিস্তৃত। ব্যাট হাতে অগণিত স্মরণীয় ইনিংস জুড়ে আছেই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কোচ হিসেবে ভারতীয় দলকে নতুন দিশা দেখানোর কাজ। তরুণ ক্রিকেটারদের তৈরি করা, দলের মধ্যে শৃঙ্খলা ও ঝেঁদের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা-এসব ক্ষেত্রেই দ্রাবিড়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। তাই এবারের নামন সম্মানে তাঁর অন্তর্ভুক্তি অনেকের কাছেই এক স্বাভাবিক স্বীকৃতি। অন্যদিকে শুভমন গিলের উপস্থিতি ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যতের প্রতি এক স্পষ্ট আশ্বাস ইঙ্গিত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর ধারাবাহিক পারফরম্যান্স তাকে দেশের অন্যতম নির্ভরযোগ্য তরুণ ব্যাটার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। টেস্ট, একদিনের ক্রিকেট এবং সীমিত ওভারের পেলায় তার আত্মবিশ্বাসী ব্যাটিং ইতিমধ্যেই বহু ম্যাচে ভারতকে সাফল্য এনে দিয়েছে। ক্রিকেট বোর্ডের মতে, গিলের প্রতিভা এবং পরিশ্রম ভারতীয় ক্রিকেটকে আগামী দিনে আরও শক্তিশালী করে তুলতে পারে। সেই কারণেই তাকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। নারী ক্রিকেটের ক্ষেত্রে মিতালি রাজের নামও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। ভারতীয় নারী ক্রিকেটের ইতিহাসে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। দীর্ঘ সময়

ধরে দলের নেতৃত্ব দেওয়া, ধারাবাহিক রান সংগ্রহ করা এবং নারী ক্রিকেটকে দেশের মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে মিতালি এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর ব্যাটিং কৌশল, শৈর্ষ এবং নেতৃত্বের ক্ষমতা বহু তরুণী ক্রিকেটারের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। তাই নামন সম্মানের তালিকায় তাঁর উপস্থিতি নারী ক্রিকেটের অগ্রগতির প্রতীক বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে এই তালিকা প্রকাশের পর থেকেই যে প্রস্তুতি সবচেয়ে বেশি উঠছে, তা হল রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির অনুপস্থিতি। ভারতীয় ক্রিকেটের দুই অন্যতম বড় নাম হওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁরা এই সম্মান থেকে বাইরে রইলেন, তা নিয়ে নানা আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকের মতে, পুরস্কারের বিভাগ ও নির্বাচনের নির্দিষ্ট মানদণ্ডের কারণে এমনটা হয়েছে। আবার কেউ কেউ মনে করছেন, এবারের সম্মানে বোর্ড হয়তো অন্য কিছু ক্রিকেট ব্যক্তিত্বকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছে। রোহিত এবং কোহলি দুজনেই দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের সাফল্যের অন্যতম স্তম্ভ। রোহিতের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং এবং নেতৃত্বের দক্ষতা ভারতীয় দলকে বহু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জয় এনে দিয়েছে। অন্যদিকে কোহলির দৃঢ় মানসিকতা, ফিটনেস এবং রান করার ক্ষমতা তাকে আধুনিক যুগের অন্যতম সেরা ব্যাটার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই তাদের নাম তালিকায় না থাকায় অনেক সমর্থকের মধ্যেই কিছুটা বিস্ময় দেখা দিয়েছে। তবে ক্রিকেট বোর্ডের ঘনিষ্ঠ মহলের মতে, এই পুরস্কার কোনওভাবেই অন্য খেলোয়াড়দের গুরুত্ব কমিয়ে দেয় না। বরং প্রতি বছর ডিন্স ডিন্স কৃতিত্বকে সামনে আনার জন্যই নির্বাচনের প্রক্রিয়া এমনভাবে গড়ে তোলা হয়। ফলে কোনও বছর কোনও তারকা তালিকায় না থাকলেও ভবিষ্যতে আবার তাঁদের স্বীকৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সামগ্রিকভাবে এবারের নামন সম্মান ভারতীয় ক্রিকেটের বহুমাত্রিক সাফল্যের এক প্রতিফলন বলেই মনে করা হচ্ছে। এখানে যেমন অভিজ্ঞতার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, তেমনই নতুন প্রতিভাকেও তুলে ধরা হয়েছে। রাহুল দ্রাবিড়ের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটমস্তিষ্ক, শুভমন গিলের মতো উদীয়মান তারকা এবং মিতালি রাজের মতো অনুপ্রেরণামূলক ব্যক্তিত্ব-এই তিনটি নামই ভারতীয় ক্রিকেটের তিনটি ডিন্স যুগ ও ডিন্স শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে তাই এই সম্মান শুধু পুরস্কার নয়, বরং দেশের ক্রিকেট ঐতিহ্যের এক ধারাবাহিক স্মারক। অতীতের গৌরব, বর্তমানের সাফল্য এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা-সর্বকিছুর মিলিত প্রতিফলনই যেন এবারের নামন সম্মানের তালিকায় ধরা পড়েছে। আর সেই কারণেই পুরস্কার ঘোষণার পর থেকে ক্রিকেটমহলে আলোচনার ঝড় খামছে না।

নস্কোডাকে হারিয়ে আবারও ফাইনালে সাবালেক্সা

সংবাদ সংস্থা, ক্যালিফোর্নিয়ার মারিয়ার, ১৪ মার্চ : ক্যালিফোর্নিয়ার মরুভূমির মাটিতে আবারও নিজের শক্তির প্রমাণ দিলেন বেলারুশের তারকা টেনিস খেলোয়াড় আরিনা সাবালেক্সা। কঠিন লড়াইয়ে চেক প্রজাতন্ত্রের তরুণ প্রতিভা লিভা নস্কোডাকে পরাজিত করে তিনি পৌঁছে গেলেন মরুভূমির এই মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতার ফাইনালে। গত চার বছরের মধ্যে এটি তাঁর তৃতীয় ফাইনাল, যা আবারও প্রমাণ করল এই প্রতিযোগিতার মধ্যে সাবালেক্সা কতটা স্বচ্ছন্দ ও আত্মবিশ্বাসী। ম্যাচের শুরু থেকেই লড়াই ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। তরুণ নস্কোডা শুরুতেই দারুণ আক্রমণাত্মক খেলা দেখান। শক্তিশালী সার্ভিস এবং নির্ভুল গ্রাউন্ডস্ট্রোক দিয়ে তিনি একাধিকবার সাবালেক্সাকে চাপে ফেলেন। প্রথম সেটে দুজনেই একে অপরকে কঠিন

চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে অভিজ্ঞতার জোরে সাবালেক্সা নিজের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হন। সাবালেক্সার খেলার সবচেয়ে বড় শক্তি তাঁর শক্তিশালী আঘাত এবং আক্রমণাত্মক মনোভাব। এই ম্যাচেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। যখনই ম্যাচের গতি কিছুটা নস্কোডার দিকে ঝুঁকছে, ঠিক তখনই জাতিজা ফোরহ্যান্ড ও সাহসী শট খেলে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে ফিরিয়ে নিয়েছেন তিনি। দর্শকেরাও বারবার তাঁর শক্তিশালী আঘাতে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছেন। অন্যদিকে নস্কোডাও সহজে হার মানার পাত্র নন। অল্প ব্যবসেই তিনি আন্তর্জাতিক টেনিসে নিজের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। এই ম্যাচেও তাঁর লড়াই ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে দীর্ঘ র্যালিতে তাঁর শৈর্ষ এবং কোর্ট কভার করার দক্ষতা অনেক সময় সাবালেক্সাকে সমস্যায় ফেলেছে।

বার্সেলোনার তরুণ রক্ষককে দলে টানতে মরিয়া লিভারপুল, ইউরোপের ফুটবলে জোর জল্পনা

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ১৪ মার্চ : ইউরোপের ফুটবল অঙ্গনে আবারও শুরু হয়েছে সম্ভাব্য দলবদল নিয়ে উত্তেজনা। বড় বড় ক্লাবগুলি আগামী মরসুমের দল গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে ইতিমধ্যেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সেই প্রেক্ষাপটেই নতুন এক জল্পনা ঘিরে ধরেছে ইংল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব লিভারপুল এফসিকে। খবর ছড়িয়েছে, স্পেনের শক্তিশালী ক্লাব বার্সেলোনার এক তরুণ রক্ষককে দলে টানতে আগ্রহ দেখাচ্ছে লিভারপুল। মাত্র বাইশ বছর বয়সী এই ফুটবলারকে ঘিরে ইতিমধ্যেই ইউরোপের ফুটবল মহলে তীব্র আলোচনা শুরু হয়েছে। গত কয়েক মৌসুমে ইউরোপীয় ফুটবলে তরুণ প্রতিভাদের প্রতি বড় ক্লাবগুলির আগ্রহ অনেক বেড়েছে। ভবিষ্যতের দল গড়ার লক্ষ্যে অনেক ক্লাবই তরুণ খেলোয়াড়দের দিকে নজর দিয়েছে। সেই কারণেই বার্সেলোনার এই তরুণ রক্ষককে নিয়ে লিভারপুলের আগ্রহ বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। ফুটবল বিশ্লেষকদের মতে, আধুনিক ফুটবলে রক্ষণভাগকে শক্তিশালী করা যেকোনও দলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আর সেই লক্ষ্যেই হয়তো এই পরিকল্পনা করাছে লিভারপুল। লিভারপুল দীর্ঘদিন ধরেই ইউরোপের অন্যতম সফল ও জনপ্রিয় ক্লাব। ইংল্যান্ডের ঘরোয়া প্রতিভাবান তরুণ খেলোয়াড়দের সব গুণই বহন করেন। বিশেষ করে বল পায়ের রেখে রক্ষণভাগ থেকে

ক্লাবের ইতিহাসে বহু বিশ্বেমানের ফুটবলার খেলেছেন এবং দল অসংখ্য স্মরণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। তবে প্রতিযোগিতা যত বাড়ছে, ততই নতুন করে দল গঠনের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। বিশেষ করে রক্ষণভাগকে আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনা নিয়ে ক্লাবটি বেশ কিছুদিন ধরেই চিন্তাভাবনা করছে বলে জানা যাচ্ছে। আধুনিক ফুটবলে শুধু আক্রমণভাগ নয়, রক্ষণভাগের স্থিতিশীলতা এবং দ্রুততা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই তরুণ এবং দ্রুতগতির রক্ষকদের দিকে নজর বাড়িয়েছে অনেক বড় ক্লাবই। সেই তালিকায় এবার উঠে এসেছে বার্সেলোনার এই বাইশ বছর বয়সী রক্ষকের নাম। স্পেনের ক্লাব বার্সেলোনা দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ফুটবল প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। তাদের যুব প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা থেকে বহু তারকা ফুটবলার উঠে এসেছে, যারা পরে বিশ্ব ফুটবলে নিজদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সামনে আসতেই ফুটবল বিশ্লেষকদের মধ্যে আলোচনা আরও তীব্র হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, এই সম্ভাব্য দলবদল বাস্তবে ঘটলে তা ইউরোপীয় ফুটবলে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ বার্সেলোনার মতো ক্লাব সাধারণত তাদের প্রতিভাবান তরুণ খেলোয়াড়দের সহজে ছেড়ে দিতে চায় না। অন্যদিকে লিভারপুলের পক্ষ থেকেও



আক্রমণ গড়ে তোলার ক্ষমতা তাঁকে আলাদা করে তুলে ধরেছে। এই কারণেই ইউরোপের একাধিক ক্লাব তাঁর দিকে নজর রাখছে বলে জানা গেছে। লিভারপুলের আগ্রহের খবর সামনে আসতেই ফুটবল বিশ্লেষকদের মধ্যে আলোচনা আরও তীব্র হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, এই সম্ভাব্য দলবদল বাস্তবে ঘটলে তা ইউরোপীয় ফুটবলে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ বার্সেলোনার মতো ক্লাব সাধারণত তাদের প্রতিভাবান তরুণ খেলোয়াড়দের সহজে ছেড়ে দিতে চায় না। অন্যদিকে লিভারপুলের পক্ষ থেকেও

বিষয়টি নিয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক কোনও ঘোষণা করা হয়নি। ক্লাব কর্তৃপক্ষ সাধারণত দলবদল সংক্রান্ত আলোচনাকে গোপন রাখতেই পছন্দ করে। তবে ইউরোপীয় সংবাদমাধ্যমের বিভিন্ন প্রতিবেদনে এই সম্ভাব্য প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই কারণেই বিষয়টি নিয়ে সমর্থকদের মধ্যেও ব্যাপক কৌতূহল তৈরি হয়েছে। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের সম্ভাব্য দলবদলের ক্ষেত্রে অনেক বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত ইচ্ছা, ক্লাবের আর্থিক শর্ত, চুক্তির মেয়াদ-সর্বকিছুই বিবেচনায় নিতে হয়। তাই

কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সময় লাগাই স্বাভাবিক। তবে যদি সত্যিই এই আলোচনা এগোয়, তবে তা আগামী দলবদল বাজারে বড় খবর হয়ে উঠতে পারে। লিভারপুলের সমর্থকদের একাংশ ইতিমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। কেউ কেউ মনে করছেন, তরুণ রক্ষককে দলে আনতে পারলে ভবিষ্যতের জন্য বড় বিনিয়োগ হবে। আবার অন্যদের মতে, বার্সেলোনার মতো ক্লাব থেকে কোনও খেলোয়াড়কে নেওয়া সবসময়ই কঠিন কাজ। বার্সেলোনার সমর্থকদের মধ্যেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে। অনেকেই মনে করছেন, তরুণ এই রক্ষক ভবিষ্যতে দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হয়ে উঠতে পারেন। তাই তাঁকে ধরে রাখা ক্লাবের জন্য জরুরি। তবে ফুটবলে দলবদল বাজারে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং বড় প্রস্তাব এলে পরিস্থিতি বদলাতেও পারে। সব মিলিয়ে ইউরোপের ফুটবল অঙ্গনে আবারও নতুন জল্পনা তৈরি হয়েছে। লিভারপুল কি সত্যিই বার্সেলোনার তরুণ রক্ষককে দলে টানতে পারবে, নাকি এই আলোচনা কেবল গুজব হিসেবেই থেকে যাবে-সেই উত্তর এখনও অজানা। তবে একটি বিষয় নিশ্চিত, এই সম্ভাব্য দলবদল নিয়ে আগামী দিনগুলোতে ফুটবল মহলে আরও আলোচনা চলবে।

খোনিকে বিশ্রাম বলার সাহস নেই, বদীনাথের বক্তব্যে বিতর্ক

সংবাদ সংস্থা, চেন্নাই, ১৪ মার্চ : ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম জনপ্রিয় এবং প্রভাবশালী নাম মহেশ্ব সিং ধোনি। দীর্ঘদিন ধরে দেশের ক্রিকেটকে নেতৃত্ব দেওয়া এই কিংবদন্তি অধিনায়ক আজও মাঠে নামলেই সমর্থকদের উদ্দামতা তুঙ্গে ওঠে। তবে সম্প্রতি চেন্নাই শিবিরের এক প্রাক্তন ক্রিকেটারের মন্তব্য নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। তাঁর দাবি, দলের অন্দরে এমন এক বাস্তবতা রয়েছে যেখানে খোনিকে বিশ্রাম নিতে বা মাঠের বাইরে বসে থাকতে বলার সাহস কারও নেই। এই মন্তব্য ঘিরেই ক্রিকেটমহলে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। অনেকের মতে, ধোনির অভিজ্ঞতা, নেতৃত্ব এবং ব্যক্তিত্ব এতটাই শক্তিশালী যে দলের প্রত্যেকেই তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেন। সেই কারণেই তাঁকে নিয়ে কোনও কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই সবাই কিছুটা সতর্ক থাকে। আবার কেউ কেউ মনে করছেন, বিষয়টি শুধু প্রশ্ন নয়, বরং দলের প্রতি ধোনির অমূল্য অবদানের প্রতিফলন। চেন্নাইয়ের বহু প্রতিনিধি দল গড়ে অনেকেই মনে করছেন, ধোনির ইতিহাসে এক অনন্য

অধ্যায়। তাঁর নেতৃত্ব দল বহুবীর শিরোপা জিতেছে এবং কঠিন পরিস্থিতিতেও অবিশ্রাস্য প্রত্যাবর্তন করেছে। ধোনির শান্ত মেজাজ, পরিস্থিতি বোঝার ক্ষমতা এবং শেষ মুহূর্তে ম্যাচ ঘুরিয়ে দেওয়ার দক্ষতা তাকে দলের কাছে অপরিহার্য করে তুলেছে। ফলে দলের অন্দরে তাঁর মতামত এবং উপস্থিতি যে বিশেষ গুরুত্ব পায়, তা নিয়ে কারও কোনও সন্দেহ নেই। প্রাক্তন সেই ক্রিকেটারের বক্তব্য অনুযায়ী, ড্রেসিংরুমের পরিবেশ এমনই যে ধোনির সিদ্ধান্ত এবং ইচ্ছাকে সবাই সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, যদি কখনও এমন পরিস্থিতি আসে যেখানে খোনিকে বিশ্রাম দেওয়ার কথা ভাবা হয়, তবুও তা সরাসরি তাকে বলা সহজ নয়। কারণ দলের প্রত্যেকেই জানেন, মাঠে ধোনির উপস্থিতি শুধু একজন খেলোয়াড়ের উপস্থিতি নয়, বরং একটি মানসিক শক্তির প্রতীক। এই মন্তব্য সামনে আসতেই সমর্থকদের মধ্যেও নানা প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। অনেকেই মনে করছেন, ধোনির মতো একজন

কিংবদন্তি ক্রিকেটারের ক্ষেত্রে এই সম্মান পাওয়া স্বাভাবিক। তাঁর ক্রিকেটজীবনের সাফল্য, অসংখ্য



স্মরণীয় মুহূর্ত এবং দলের প্রতি অবদান তাকে এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। সেই কারণেই তাঁকে নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সবাই স্বাভাবিকভাবেই অসংখ্য বিবেচনা করে নেবে।

দলের স্বার্থই শেষ কথা হওয়া উচিত। কোনও খেলোয়াড় যত বড় তারকাই হোন না কেন, দলের প্রয়োজন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি। তবে একই সঙ্গে তাঁরা এটাও স্বীকার করছেন যে ধোনির মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটার মাঠে থাকলে দলের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়ে যায়। ধোনির ক্যারিয়ার নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তাঁর অসংখ্য সাফল্যের কথা সামনে আসবে। দেশের হয়ে বিশ্বকাপ জয় থেকে শুরু করে বহু ঐতিহাসিক ম্যাচে জয়ের নায়ক হওয়া-সব ক্ষেত্রেই তিনি নিজের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছিল। সেই উত্তরাধিকারই আজও তাঁকে ক্রিকেটমহলে এক বিশেষ সম্মান এনে দিয়েছে। চেন্নাই শিবিরের ক্ষেত্রেও ধোনির প্রভাব দেখানো, কঠিন পরিস্থিতিতে ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং দলের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা-এই সব ক্ষেত্রেই তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন দলের সঙ্গে যুক্ত

অনেকেই। ফলে তাঁর উপস্থিতি শুধু মাঠে নয়, ড্রেসিংরুমেও এক বড় শক্তি হিসেবে কাজ করে। প্রাক্তন ক্রিকেটারের এই মন্তব্য তাই অনেকের কাছে অপ্রত্যাশিত বলেও সম্পূর্ণ অবাস্তব নয় বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ ধোনির মতো একজন অভিজ্ঞ এবং সম্মানিত ক্রিকেটারকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই অনেক সংবেদনশীলতা কাজ করেছে। তবে বিষয় পরিষ্কার-ধোনির প্রভাব আজও অটুট। তিনি মাঠে থাকুন বা মাঠের বাইরে, ভারতীয় ক্রিকেট এবং চেন্নাই শিবিরের তাঁর গুরুত্ব কোনওভাবেই কমেনি। তাঁর উপস্থিতি এখনও দলের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং সমর্থকদের মনে নতুন করে মনে করিয়ে দিয়েছে, ক্রিকেটের ময়দানে ধোনি শুধু একজন খেলোয়াড় নন। তিনি এক যুগের প্রতীক, এক অনুপ্রেরণার নাম। আর সেই কারণেই তাঁকে নিয়ে আলোচনা কখনও থামে না, বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও গভীর হয়।

ভাগ্যের জোরেই এগোচ্ছে সূর্যবংশী, তরুণ ক্রিকেটারকে নিয়ে তীব্র মন্তব্য রবিন উথাপ্পার

সংবাদ সংস্থা, মুম্বাই, ১৪ মার্চ : ভারতীয় ঘরোয়া ও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে নতুন প্রতিভার উত্থান সবসময়ই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। সাম্প্রতিক সময়ে এমনই এক তরুণ ক্রিকেটারকে ঘিরে শুরু হয়েছে

মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কেউ তাঁর বক্তব্যকে বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণ বলে মনে করছেন, আবার কেউ মনে করছেন একজন তরুণ ক্রিকেটারের আত্মবিশ্বাসে আঘাত করতে পারে এমন মন্তব্য। তবে

জুত জনপ্রিয় করে তুলেছে। ফলে আগামী মরসুমে বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ আইপিএলের আগে তাঁকে ঘিরে উত্তেজনা আরও বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতেই উথাপ্পার মন্তব্য নতুন

পরিস্থিতি যেমন আশীর্বাদ হতে পারে, তেমনই সতর্কবার্তাও হতে পারে। কারণ ক্রিকেটে ভাগ্য সবসময় একইভাবে সহায়তা করে না। যদি কোনও খেলোয়াড় নিজের দক্ষতা আরও উন্নত না করেন, তবে ভবিষ্যতে কঠিন পরিস্থিতিতে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়তে পারে। তাই তিনি মনে করেন সূর্যবংশীর উচিত নিজের খেলাকে আরও পরিণত করা এবং ধারাবাহিকতার দিকে মন দেওয়া। তবে উথাপ্পা একই সঙ্গে এটাও বলেছেন যে সূর্যবংশীর মধ্যে সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে। তাঁর ব্যাটিং স্টাইল, আত্মবিশ্বাস এবং চাপের মধ্যে খেলতে পারার ক্ষমতা একজন বড় ক্রিকেটারের লক্ষণ বলেই মনে করেন তিনি। কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে কঠোর পরিশ্রম এবং নিয়মিত উন্নতির কোনও বিকল্প নেই। ক্রিকেট বিশ্লেষকদের অনেকেই মনে করছেন, উথাপ্পার মন্তব্যকে নেতিবাচকভাবে দেখার প্রয়োজন নেই। বরং এটিকে একজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের পরামর্শ হিসেবেই দেখা উচিত। কারণ আন্তর্জাতিক এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে দীর্ঘদিন খেলার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানেন যে সাফল্য ধরে রাখা কতটা কঠিন। অন্যদিকে সূর্যবংশীর সমর্থকেরা বলছেন, একজন তরুণ ক্রিকেটার যখন নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন, তখন তাঁর পারফরম্যান্সকেই প্রধান গুরুত্ব দেওয়া উচিত। ভাগ্যের প্রসঙ্গ তুললে অনেক সময় খেলোয়াড়ের আত্মবিশ্বাসে প্রভাব পড়তে পারে।

তাঁদের মতে, মাঠে রান করা বা ম্যাচ জেতানোই শেষ কথা, আর সেই কাজ সূর্যবংশী ইতিমধ্যেই কয়েকবার করে দেখিয়েছেন। আসন্ন মরসুমে ঘিরে তাই সূর্যবংশীর দিকে বিশেষ নজর থাকবে ক্রিকেটপ্রেমীদের। বড় মঞ্চে তিনি কেমন পারফরম্যান্স করেন, সেটা ই শেষ পর্যন্ত তাঁর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। কারণ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের চাপ, দর্শকের প্রত্যাশা এবং প্রতিপক্ষের শক্তিশালী বোলিং-সর্বকিছুর মুখোমুখি হয়েই একজন ক্রিকেটার নিজের আসল সামর্থ্য প্রমাণ করেন। উথাপ্পার মন্তব্য তাই এক অর্থে তরুণ ক্রিকেটারের জন্য একটি চ্যালেঞ্জও বটে। তিনি যদি সত্যিই নিজের প্রতিভাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তবে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের মাধ্যমেই সমালোচকদের জবাব দিতে হবে। ক্রিকেট ইতিহাসে বহু খেলোয়াড়ই এমন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নিজদের প্রমাণ করেছেন। শেষ পর্যন্ত ক্রিকেট এমনই এক খেলা যেখানে প্রতিভা, পরিশ্রম এবং ভাগ্য-এই তিনটির সমন্বয়েই বড় সাফল্য আসে। সূর্যবংশীর ক্ষেত্রেও সেই পরীক্ষার সময় এখনই শুরু হয়েছে। আগামী মরসুমে তাঁর ব্যাট কথা বললে সব বিতর্কই হয়তো থেমে যাবে। আর যদি তা না হয়, তবে উথাপ্পার সতর্কবার্তাই সত্যি বলে প্রমাণিত হতে পারে। তাই ক্রিকেটমহলে এখন অপেক্ষা করছে- এই তরুণ প্রতিভা কি সত্যিই নিজের সামর্থ্য দিয়ে সাফল্যকে স্থায়ী করতে পারবেন, নাকি ভাগ্যের আলোই তাঁর পথকে এতদিন উজ্জ্বল করে রেখেছিল।

GITANJALI FOREST RETREAT

Gitanjali Forest Retreat Ajodhya Hills, Purulia, where tranquility meets beauty. It represents the wild and vibrant landscape and rich culture of Purulia.

BOOK NOW

PLEASE CALL : 9875658238 & 8820071827

VILL : TILAITANR, P.O. : KADAMPUR, PS : ARSHA, NEAR TILAITANR WATER TANK, AJODHYA, PURULIA, PIN : 723201